সবার উপরে মানুষ সত্য

[অঙ্কবহুল একাঙ্ক নাটক]

শচীন সেন গুপ্ত



ডি. এম. লাইব্রেরী

৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৬৩

মূল্য দেড় টাকা

৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬ ডি এম লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপাল দাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ১২, গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬ উমাশঙ্কর প্রেস হইতে শ্রীঅনাদি নাথ কুমার কর্তৃক মুদ্রিত।

নাটকে যাদেরকে রূপ দেওয়া হয়েছে

সুপ্রভা
সদানন্দ
জুলিয়াস সীজার
হ্যানিবল
ক্লিওপেত্রা
সম্রাট কনস্তান্তিন
সেইণ্ট পল
কার্ল মার্ক্স
শ্রীচৈতন্য

সবার উপরে মানুষ সত্য

[অঙ্কবহুল একাঙ্ক নাটক]

মিশরের গীজা মরু-কানন। উঁচু-নীচু বালিয়াড়ীতে স্নিগ্ধ একটি খর্জ্জুর কুঞ্জ। খেজুর গাছের ফাঁক দিয়া বিখ্যাত Sphinx (নরসিংহ রূপ) মূর্ত্তিটি দেখা যাইতেছে। তাহারও পিছনে পিরামিডের সারি। অস্তগামী সূর্য্যের আলোয় সেগুলি নানা বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিয়াছে। আকাশ নীল। মঞ্চের সুমুখ দিকে একটা উঁচু টিবির উপর একটি ভারতীয় তরুণী পিরামিডের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অপেক্ষাকৃত নীচু যায়গায় দাঁড়াইয়া এক ভারতীয় তরুণ তাহার স্ন্যাপ লইতেছে। ক্যামেরার শব্দ হইতেই তরুণী ঘাড় ঘুরাইয়া কহিল :

সুপ্রভা। অনুপম !

[ক্যামেরা বন্ধ করিতে করিতে তরুণ জিজ্ঞাসা করিল]

সদানন্দ। কি ?

[দর্শকদের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তরুণী কহিল]

সুপ্রভা। এই পিরামিড।

সদানন্দ। আর ?

সুপ্রভা। আর ওই স্ফিন্‌কস।

সদানন্দ। আর ?

সুপ্রভা। আর আবার কি ?

[সুপ্রভা উঁচু হইতে নীচুতে নামিল]

সদানন্দ। খেজুর ?

সুপ্রভা। হায়রে!

[সুপ্রভা বসিয়া পড়িল।]

সদানন্দ। কী হোলো!

সুপ্রভা। স্বর্গ থেকে পাতালে! পিরামিড থেকে খেজুরে!

সদানন্দ। বলনা, কেমন?

[সুপ্রভার পাশে বসিল। সুপ্রভা হাসিয়া বলিল]

সুপ্রভা। মিষ্টি।

সদানন্দ। তার চেয়েও মিষ্টি···

সুপ্রভা। কি?

সদানন্দ। ডালিমের দানা।

সুপ্রভা। মরুতে ডালিম জন্মায় না।

সদানন্দ। কিন্তু পাওয়া যায়।

সুপ্রভা। কোথায়?

সদানন্দ। দেখিয়ে দিচ্ছি। ভ্যানিটি ব্যাগটা দাও।

[হাত বাড়াইয়া দিল]

সুপ্রভা। কেন?

সদানন্দ। এখনো একটু আলো আছে। ছোট্ট আরসিখানা তোমার মুখের সামনে ধরলেই দেখতে পাবে রসে-তুলতুল গোলাপী ওই অধরের ফিন-ফিনে পর্দার নীচে কি অমৃতই জমে উঠেছে।

সুপ্রভা। ভাললাগার!

[সুপ্রভা সরিয়া বসিয়া কহিল।

সদানন্দ। এমন কাব্য মাখিয়ে বল্লাম, তবুও?

সুপ্রভা। ওর মূলে আছে নিছক ভাল্‌গারিটি!

সদানন্দ। রিয়ালিটিও বটে।

[চ্যালেঞ্জ দিয়া কহিল সুপ্রভা]

সুপ্রভা। রিয়ালিটি!

সদানন্দ। পশু-পাখীর পক্ষে নয়, মানুষের পক্ষে নিশ্চিতই! দাও।

সুপ্রভা। দোব না।

সদানন্দ। কি!

সুপ্রভা। ভ্যানিটি ব্যাগ; আরসি।

[তাহার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া সদানন্দ কহিল]

সদানন্দ। আর ডালিমের দানার স্বাদ?

সুপ্রভা। তার জন্য এই মরুতে আসবার কী দরকার ছিল, শুনি?

সদানন্দ। মরু তৃষ্ণা জাগায়।

সুপ্রভা। দেশে ত শুনিছি সুন্দরীরা তোমার পাশে পাশেই থাকত।

সদানন্দ। আন্তনির পাশে ফ্লাভিয়াও ছিল, বহু রোমান কামিনীও থাকত শুনিছি। তবুও আসতে হোলো তাঁকে এই মিশরে, ক্লিওপেত্রার আকর্ষণে।

সুপ্রভা। কিন্তু আমি ত জানি জুলিয়াস সীজারই পাঠিয়েছিলেন তাঁকে।

সদানন্দ। সে ত বার্ণার্ড শ'য়ের কল্পনা।

সুপ্রভা। বার্ণার্ড শ' রোমকে ভালো করে জেনেছিলেন বলেই ওই কল্পনা করেছিলেন।

সদানন্দ। যথা?

সুপ্রভা। সীজার মিশরকে রোম করতে চেয়েছিলেন, রোমকে চেয়েছিলেন গ্রীস করতে। কিন্তু কিছুই পারলেন না।

সদানন্দ। সীজার মিশর দখল করেছিলেন।

সুপ্রভা। কিন্তু নীল-নদকে টাইবার করতে পারেন নি, আলেক-জান্দ্রিয়াকে রোম করতে পারেন নি। তাই তিনি পাঠিয়েছিলেন কন্দর্পকান্তি আন্তনিকে।

সদানন্দ। উদ্দেশ্য ?

সুপ্রভা। সীজারকে দিয়ে শ' বলিয়েছিলেন—আমি তোমাকে এমন একটি পুরুষ পাঠিয়ে দোব, যার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত পুরোপুরি রোমান। সে রোমান বয়েসে এমন পাকেনি যে, দেখলেই ছুরি দিয়ে কেটে দেখতে তোমার লোভ হবে। সে রোমানের বাহু শীর্ণ নয়, হৃদয় ঠাণ্ডা নয়। সে রোমান দিগ্বিজয়ীর জয়মুকুট দিয়ে মাথার টাক ঢেকে রাখে না। কাঁধে অর্দ্ধ পৃথিবীর বোঝা তুলে নিয়ে সে রোমান কুব্জের মতো ন্যুব্জ হয়ে জীবন-পথের অন্ত খোঁজে না। সে রোমান প্রাণ-প্রাচুর্য্যে উচ্ছল, যৌবন-জোয়ারে টলটল, শক্তিমান, স্বাস্থ্যবান, নিরুপম সুন্দর সে রোমান। শীর্ণ এই সীজারের যায়গায় চাও তুমি তাকে ? জুলিয়াস সীজারকে দিয়ে এই প্রশ্ন করিয়েছিলেন শ' মিশরের রাণী নীল-নন্দিনী ক্লিওপেত্রাকে।

সদানন্দ। ক্লিওপেত্রা কি বল্লেন ?

সুপ্রভা। নাম জানতে চাইলেন।

সদানন্দ। জবাব ?

সুপ্রভা। পেলেন ;—মার্ক আন্তনি।

সদানন্দ। প্রতিক্রিয়া ?

সুপ্রভা। জপিতে জপিতে নাম অবশ হইল প্রাণ, নিশ্চিতই নয়।

সদানন্দ। তবে ?

সুপ্রভা। ক্লিওপেত্রা দাবী জানালেন।

সদানন্দ। দাবী !

সুপ্রভা। হ্যাঁ, দাবী, ভুলবে না বল !

সদানন্দ। সীজার কি বল্লেন ?

সুপ্রভা। ক্লিওপেত্রার ললাটে ছোট্ট একটি চুমু রেখে বল্লেন, ভুলবনা। তারপর দাঁড়ালেন গিয়ে তাঁর সৈন্যদের পুরোভাগে। অযুত কণ্ঠে ধ্বনিত হোলো—হেইল সীজার !

সদানন্দ। ক্লিওপেত্রা কি করলেন ?

সুপ্রভা। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিন্দু বিন্দু অশ্রু তাঁর গোলাপী-গাল বয়ে বুকের উপত্যকায় ঝরে পড়তে লাগল। আর সীজারের জাহাজগুলো আকাশ-সমুদ্রের ঘন-নীলিমায় মিলিয়ে গেল।

সদানন্দ। ক্লিওপেত্রা কি জুলিয়াস সীজারকেও ভালো বেসেছিলেন ?

সুপ্রভা। শ' আপেল্লোদোরাসকে দিয়ে সান্ত্বনা দিইয়েছিলেন, সীজার আবার ফিরে আসবেন। ক্লিওপেত্রা জানালেন, সে আশা তিনি রাখেন না; আবার সঙ্গে সঙ্গেই শোনালেন—তবুও পারলাম না; টেকো, বুড়ো, শীর্ণ ওই সীজারের জন্য না কেঁদে আমি থাকতে পারলাম না।

সদানন্দ। সীজার ফিরে এসেছিলেন।

সুপ্রভা। সেক্সপীয়ারের নাটকে, শ'-এর নাটকে নয়। আর সেক্সপীয়ার এনেছিলেন সীজার অক্টেভিয়াসকে, জুলিয়াস সীজারকেও নয়।

সদানন্দ। কোনটা ভালো ?

সুপ্রভা। সেক্‌সপীয়ার প্যাশনকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি লিখেছিলেন আন্তনি আর ক্লিওপেত্রা। শ' চেয়েছিলেন মানুষকে রূপ দিতে। তাই তিনি লিখেছিলেন সীজার আর ক্লিওপেত্রা।

সদানন্দ। চেয়েছিলেন বলচ কেন? শুনে সন্দেহ হয় কেউ যেন সফল হননি।

সুপ্রভা। তাই যদি বলি?

সদানন্দ। আমি বলব বুঝিয়ে দাও; আর কেউ শুনলে বলবে তুমি পাগল।

সুপ্রভা। আর কেউ তোমার মতো নির্ব্বোধ নয়। সবাই বড বড বই পড়ে; তত্ত্ব কথা তাই থেকে জেনে নেয়। তাবা মানে জ্ঞান থাকে পুঁথির পাতায় পাতায়, আর অজ্ঞান থাকে মনের পরতে পরতে। তাই পবমানন্দে তারা পুঁথিই পড়ে, মানুষের সংস্রবে থেকে মানুষেব মনেব কথা জেনে নিতে চায না।

সদানন্দ। তবে আমিও নির্ব্বোধ নই।

সুপ্রভা। প্রমাণ?

সদানন্দ। ভুলেও আমি পুঁথির পাতা ওল্টাই না, শুধু মলাটই দেখি।

সুপ্রভা। আর মনেও দাও না মন।

সদানন্দ। সারা মন তুমিই যে দখল করে বসে আছ।

সুপ্রভা। এতক্ষণ ত ক্লিওপেত্রার কথাই জানতে চাইছিলে।

সদানন্দ। সেটা স্থান-মাহাত্ম্যে। এই সন্ধ্যায়, এই মিশরি-আকাশের নীচে, মিশরি-হাওয়ার স্পর্শে প্যাশন ··

সুপ্রভা। গ্রাণ্ড-প্যাশন হবার জন্যে পাখা মেলে দিতে চায়, না?

সদানন্দ। তা কি চায় না?

সুপ্রভা। হাস্যকরও হয়। এখন শোন, শ' সীজার আর ক্লিওপেত্রার সম্বন্ধ অনেকটা পিতা-পুত্রীর সম্বন্ধের মতোই করেছিলেন। সেকসপীয়ার ক্লিওপেত্রাকে দেখিয়েছেন জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুর পর। আর প্লুতার্ক লিখে গেছেন ক্লিওপেত্রা অনেক দিন রোমে ছিলেন জুলিয়াস সীজারের ভোগ্যা হয়ে।

সদানন্দ। রহস্যময়ী নারী কিনা! তাই এই অস্পষ্টতা।

সুপ্রভা। তা ত বটেই! কিন্তু তুমি কোন্ ক্লিওপেত্রার দর্শন কামনা কর?

সদানন্দ। মানে?

সুপ্রভা। ক্লিওপেত্রা একজনই ছিলেন না। টলেমীদের সব রাণীকেই ক্লিওপেত্রা বলা হোতো।

সদানন্দ। সবাই সমান প্যাশনম্বিতা ছিলেন।

সুপ্রভা। প্যাশনম্বিতা।

সদানন্দ। হুঁ, শব্দটা তৈরি করলাম। যাকে দেখলে ত বটেই, স্মরণ করলেও প্যাশন প্রাপ্ত-প্যাশন হতে চায়।

সুপ্রভা। এমন!

সদানন্দ। এমন! পাবার প্রবল কামনাই যে প্যাশন।

সুপ্রভা। কি পাবার?

সদানন্দ। দেহ, মন, প্রেম, প্রীতি।

সুপ্রভা। আর কাঞ্চন পাবার?

সদানন্দ। তাও।

সুপ্রভা। আর জমি কেড়ে নেবার?

সদানন্দ। তাও।

সুপ্রভা। আর পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বি থাকবার জন্য জেনোসাইড, অর্থাৎ, জনহত্যা করবার?

সদানন্দ। তাও। ওই প্যাশনই ত যুগে যুগে যুগে মানুষকে বড় করেছে।

সুপ্রভা। তাই নাকি !

সদানন্দ। আলেকজান্দারের কথা ভাব, সীজারদের কথা ভাব, সাম্রাজ্যবাদের কথা ভাব, ধনতন্ত্রের কথা ভাব। মূলে আছে পাবার প্রবল কামনা। মানি, তারও মূলে রয়েছে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, যাদেরকে বলা হয় রিপু। কিন্তু ওই রিপুর তাড়না যদি না থাকত, তাহলে গুহাবাসী মানুষ কিছুতেই আজ এমনটি হতে পারত না !

সুপ্রভা। গুহবাসী মানুষ তাহলে আজ আকাশ-পথে' পাহাড়, সাগর, মরু, প্রান্তর, অতিক্রম করতে পারত না ?

সদানন্দ। পারত না-ই ত।

সুপ্রভা। রেল, জাহাজ, ইলেক্‌ট্রিসিটি ?

সদানন্দ। শব্দগুলোই জানত না।

সুপ্রভা। মিল ফ্যাক্টরি ?

সদানন্দ। কিছু না, কিছু না।

সুপ্রভা। য়্যাটমিক একস্‌প্লোশন ?

সদানন্দ। রামোচন্দ্র।

সুপ্রভা। নিউক্লিয়ার সায়েন্সের দৌলতে মানব কল্যাণ ?

সদানন্দ। স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। সবই প্যাশনের ফল।

সুপ্রভা। আচ্ছা, বলতে পার আলেকজান্দার যদি অমর হতেন, তাহলে কি হোতো ?

সদানন্দ। পৃথিবী এতদিনে ভূস্বর্গ হোতো।

সুপ্রভা। ঠিক জান ?

সদানন্দ। জানি বৈকি ! আলেকজান্দার না হলে আলেকজেন্দ্রিয়া

গড়ে উঠত না। তা না উঠলে টলেমীরা প্রতিষ্ঠা পেতনা। আর তা না পেলে ক্লিওপেত্রাও জন্মাতো না।

সুপ্রভা। কিন্তু আলেকজান্দার জেনছিলেন মানুষের কী সর্ব্বনাশই তিনি করেছেন।

সদানন্দ। তা আবার কবে জানলেন!

সুপ্রভা। জেনেছিলেন ভারত জয় করতে গিয়ে; জেনেছিলেন আর্য্য-বৌদ্ধ ভারতের মরণজয়ী জীবন দেখে; জেনেছিলেন পুরুর পরিচয় পেয়ে; জেনেছিলেন অশোকের ঠাকুর্দ্দা মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তকে দেখে।

সদানন্দ। এবার যা বল্লে, তা কিন্তু স্রেফ সভিনিজম, য়্যান আনরেষ্ট্রেইনড প্যাশন অব পেট্রিয়টিজম। গ্রীসের শক্তির সঙ্গে ভারতের শক্তির তুলনা কর তুমি!

সুপ্রভা। আলেকজাণ্ডার করেছিলেন। তুলনা করেই তিনি বুঝেছিলেন যে, ভারতের সভ্যতা শহরে সভ্যতা নয়, দুর্গ-প্রাকারের সভ্যতা নয়, অসির ঝলকে ঝলকে প্রকট হয়, এমন সভ্যতাও নয়; বুঝেছিলেন ভারতের সভ্যতা অক্রোধের সভ্যতা, অহিংসার সভ্যতা, আত্মদানের সভ্যতা, সমন্বয়ের সভ্যতা। তলোয়ার আর আগুন দিয়ে, জনহত্যার সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, সে সভ্যতাকে ধ্বংস করা যাবেনা।

সদানন্দ। কাকে বলেছিলেন সে-কথা?

সুপ্রভা। নিজের মনকে। তিনি ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়েই পেছন পানে চেয়ে দেখতে পেলেন নানা সভ্যতার চিতাচুল্লী, দেখতে পেলেন শ্মশানের পর শ্মশান,—সিডন, টায়ার, গাজা, সুসা, পার্সিপোলিস, ব্যাবিলন, সবই শ্মশান, শুধুই শ্মশান। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সিন্ধুনদ বয়ে ফিরে এলেন তিনি

পারস্যে। ভাবলেন ব্যাবিলনকে তিনি বাঁচিয়ে তুলবেন গ্রীকরক্ত ট্রানসফিউজ করে। তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষদের আদেশ করলেন ব্যাবিলনিয়ান-সুন্দরীদেরকে বিয়ে করতে। কেউ কেউ তা করলেনও। এমনই একটি বিয়ের উৎসবে মত্ত অবস্থাতেই মনের তাপ জ্বরের উত্তাপ নিয়ে জ্বলে উঠে তাঁর মৃত্যু ঘটালো। গ্রীক সাম্রাজ্যের চূড়াটিই শুধু ধ্বসে পড়লনা, সমগ্র সৌধটিই ধূলিসাৎ হোলো।

সদানন্দ। কিন্তু গ্রীসের জ্ঞানের আলো অম্লানই রইল।

সুপ্রভা। জ্ঞান আর অজ্ঞানই ছিল গ্রীকদের গৌরব। একটি তাদেরকে টানাছিল উর্দ্ধে, আর একটি নিচে। সমন্বয়ের সন্ধান তারা পেল না। অবিরত স্ফীত আর সঙ্কুচিত হতে হতে গ্রাক্-সভ্যতা ফেঁসে গেল।

সদানন্দ। কী যে বল তুমি!

সুপ্রভা। ঠিকই বলি। ডেমোক্রেশী, আর দাসত্ব; স্বাধীন মত ব্যক্ত করতে দেবার প্রতিশ্রুতি, আর সক্রেতিসকেও হত্যা করা; পৌর-রাষ্ট্রগুলির প্রাণঘাতী প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আর গ্রেটার গ্রীসের পরিকল্পনা, তেল আর জলের মতো পাশাপাশি মিতালি করে রইল না, অবিরত বিস্ফোরণ ঘটাতে লাগল। সে বিস্ফোরণ থেকে আলো অবশ্য নির্গত হলো, কিন্তু গ্রীস গেল।

সদানন্দ। একটা মানুষের মত্যো একটা সভ্যতারও মৃত্যু ঘটে।

সুপ্রভা। সভ্যতা মরে না, রূপান্তরিত হয়। কিন্তু গ্রীসের পতনের চিত্র ভাবতে বসলেই মনে হয় জোড়া-জোড়া সাপ যেন জড়া-জড়ি করে পাহাড়ে-প্রান্তরে-সাগরে পরস্পরকে গিলে খাচ্ছে। সে এক নিদারুণ স্মৃতি! শুধু জয় করা, শুধু

প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা, ভূমি, নারী, দাস, দেবতা, সবাইকেই বশ করে রাখাই গ্রীকদের চরম লক্ষ্য করে দেখিয়েছেন গ্রীক কবি হোমার। নিজে অন্ধ হয়েও গ্রীসকে তিনি দেখেছিলেন নির্ভুল করে, বিস্ময়কর রূপ দিয়ে তা প্রতিফলিত করেছিলেন, ইলিয়াডে-ওডেসীতে। কিন্তু তাঁর প্রতিফলিত স্পর্শ কাব্যকে যেমন মনোরম করেছে, মানুষকে কি তেমন করেছে? মানুষ মাত্রেই কি তারকাসুর, বৃত্তাসুর, কংস, হিরণ্যকশিপু?

সদানন্দ। তখনকার দিনে সব মানুষই ওই রকম ছিল।

সুপ্রভা। দূর! তখন বুদ্ধ এসেছেন, কনফুসিয়াস এসেছেন, তার আগে এসেছেন বেদ উপনিষদের ঋষিরা, বাল্মিকীও এসেছেন, এসেছেন নাট্যশাস্ত্রবিদ ভরত। তাঁদের কেউ বলেননি বলাৎকার কর, জয় কর, ধ্বংস কর, ধর্ষন কর, মানুষকে দাস করে দেশে দেশে বেচে দাও। ভারত অসুরের কল্পনা করেছিল। কিন্তু সকল অসুরকে অন্তিমে সুরে রূপান্তরিত করেছিল, আর সুরাসুরকে দিয়ে কাল-সমুদ্র মন্থন করিয়ে অমৃতও তুলিয়েছিল।

সদানন্দ। অমৃত গ্রীসও তুলেছিল।

সুপ্রভা কিন্তু এমনই বিষের বন্যা বইয়েছিল যে, সক্রেতিসও সব বিষ কণ্ঠে ধারণ করে নীলকণ্ঠ হতে পারলেন না! তাঁর ত মৃত্যু ঘটলই, সারা সমাজ-দেহ বিষে জর্জ্জরিত হলো। ন্যায়ের যুক্তি দিয়ে, দার্শনিক বিচার দিয়ে, সব কিছু বিজ্ঞা-নের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করবার কল্পনা দিয়েও নৈয়য়িকরা, দার্শনিকরা, বিজ্ঞানীরা পারলেন না জাতির ট্রাজিক পরিণতি রোধ করতে।

সদানন্দ। আর নাট্যকাররা ?

সুপ্রভা। তাঁরা বল্লেন নিয়তিকে বশ করা যায় না, পাপকে ফাঁকি দেওয়া যায় না, জৈব-প্রবৃত্তিকে বুদ্ধির শাসন দিয়ে সংযত রাখা যায় না। সমন্বয়ের কথা, রূপান্তরের কথা, তাঁদেরও কল্পনায় এলনা। তাঁরা তাই বজ্রধর হলেন। মনকে আঘাত হানাই হোলো তাঁদের কাজ। শক-থেরাপিকে দিলেন তাঁরা সব চেয়ে মর্য্যাদা। ট্রাজেডিতে হলেন তাঁরা সিদ্ধহস্ত।

সদানন্দ। কিন্তু ট্রাজেডিই ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে সর্ব্বত্র স্বীকৃতি পেয়েছে।

সুপ্রভা। দূরে থেকে যারা মানুষের দারিদ্র্যকে, শ্রমের মর্য্যাদাকে, বাহবা দিয়ে কর্ত্তব্য পালন করেছে, তারাই ট্রাজিডিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু মানুষকে যাঁরা মনে-প্রাণে ভালো বেসেছেন, মানব-কল্যাণে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁরা মানুষের দুঃখে দৈন্যে মানুষের কণ্ঠলগ্ন হয়ে মানুষের কানে-কানে আশার বাণীই শুনিয়েছেন, ঘনতম অন্ধকারেও আলো জেলে ধরেছেন; প্রমাণ দিয়ে, প্রত্যয় নিয়ে, শুনিয়েছেন মানুষ অমৃতের পুত্র, অমৃতের অধিকারী। তাঁরা বজ্রনাদ করেননি, তাঁরা জীবনামৃত বর্ষণ করেছেন।

সদানন্দ। তোমার কথাগুলো শুনতে মন্দ লাগেনা, কিন্তু মন কেন যেন তাতে সায় দেয় না।

সুপ্রভা। একটু ভাব। ভেবেই বল মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করা কি একটা ট্রাজিক ঘটনা ?

সদানন্দ। তা আর মানি কি করে! মানুষই যদি না হতাম, তোমার মতো দেবীর দয়া কি পেতাম ?

সুপ্রভা। স্বীকার করছ দয়া পেয়েছ ?

সদানন্দ। দয়া পেয়ে ধন্য হয়েছি বলেই ত প্রেমেরও প্রত্যাশায় আছি।

সুপ্রভা। এইবার বলত তোমার এই প্রত্যাশা কি ট্রাজেডিতেই সার্থক হবে ?

সদানন্দ। তা কেন হবে ! তা হলে আমি যে কেঁদে কেঁদে মরে যাব। আর তারপর যদি নরকে যাই সেখানেও কাঁদব, স্বর্গে যাই যদি সেখানেও কাঁদব।

সুপ্রভা। মর্ত্তে থেকেও কতদিন কেঁদেছ আমারই কাঁধে মাথা রেখে।

সদানন্দ। সে ত তোমার মনে প্রেমের ফুল ফুটিয়ে তুলতে ! ফুল একবার ফুটলেই তোমাতে আমাতে মহামিলন, অনির্ব্বচনীয় মেলডি, অবিচ্ছিন্ন কমেডি।

সুপ্রভা। মানুষের মনে প্রেমের ফুল না ফোটাই তাহলে ট্রাজেডি ?

সদানন্দ। তুমি যেন তোমার তূণ থেকে বেছে বেছে তীর বার করছ আমাকেই ঘায়েল করবার জন্যে।

সুপ্রভা। তোমাকে ঘায়েল করতে আবার তীরের দরকার হয় নাকি।

সদানন্দ। যা দিয়ে পার, তা দিতেও যে কার্পণ্য কর। চেয়েছিলাম ত ডালিমের দানার স্বাদ !

সুপ্রভা। অপচয় অন্যায়। গ্রীকরা মানব-শক্তির অপচয় ঘটিয়েছিল।

সদানন্দ। তারা ত নেই আর, কবে মরে ভূত হয়ে গেছে।

সুপ্রভা। ভূত হয়েও যুগোত্তীর্ণ হয়েই বেঁচে আছে। যে জাতি বড় হচ্ছে, সেই ভূত তারই কাঁধে ভর করছে। প্রমাণ তার প্রতিবেশী, রোম !

সদানন্দ। নাসংশে বিজয়ায় সঞ্জয় !

সুপ্রভা। কি হোলো !

সদানন্দ। ট্রাজেডি ! এমন রাতটা বিফলেই গেল। গ্রীস শেষ করে

তুমি এখন রোমের রোমাঞ্চকর বর্ণনায় প্রমত্ত হবে বলেই মনে হচ্ছে।

সুপ্রভা। তাই ত হব।

সদানন্দ। দেন ইট ইজ হোপলেস!

সুপ্রভা। আরে বোকা! তা যদি না হই, তাহলে তোমার রোমন্টিক কল্পনা যে এই মরুর হাওয়া; মাথা খুঁড়ে মরে যাবে। প্যাশন গ্রাণ্ড প্যাশন হবার আর অবসর পাবেনা। ক্লিওপেত্রা কিসের লোভে মূর্ত্তি ধরে তোমার সামনে এসে দাঁড়াবেন?

সদানন্দ। ইউরেকা! ইউরেকা!

সুপ্রভা। মানে!

সদানন্দ। এই মিশরি-মায়ারাত্রি তোমার অন্তরের সেই চিরন্তনী নারীকে টেনে বার করেছে।

সুপ্রভা। কোন্ চিরন্তনী নারীকে?

সদানন্দ। যিনি সতত ইর্ষ্যান্বিতা, সর্ব্বদা সন্দিগ্ধা, ছায়াকে কাযাভ্রমে নিরন্তর প্রকুপিতা, কলহরতাও বটেন!

সুপ্রভা। প্যাশনান্বিতা বলতে ভুলে গেলে যে!

সদানন্দ। তেমন তেমন লক্ষণ প্রকাশ পেলে কি আর ভুল করতাম, ভুজপাশে বেঁধে ফেলতাম না! এই, এমনি করে?

সুপ্রভা। কর কি? থাম, থাম!

সদানন্দ। কেন! কেউ ত কোথাও নেই!

সুপ্রভা। নেই বলছ কি! জোড়া জোড়া চোখ আমাদের দিকে অপলক চেয়ে রয়েছে।

সদানন্দ। হ্যাঁ?

সুপ্রভা। হ্যাঁ।

সদানন্দ। কাদের চোখ?

সুপ্রভা। টলেমীদের, ফাবাওদের, সীজারদের, বর্ত্তমান কালের সকলের।

সদানন্দ। সকলের!

সুপ্রভা। সকলের। মায় সুয়েজ-খাল ইউজার্স দেরও।

সদানন্দ। বিশ্বশুদ্ধ সবাই আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে!

সুপ্রভা। শুধু কি তোমার আর আমার দিকেই?

সদানন্দ। তবে?

সুপ্রভা। পৃথিবীর সকল তরুণ-তরুণীর দিকে।

সদানন্দ। কেন?

সুপ্রভা। আজ যে বিচারের দিন এসেছে।

সদানন্দ। কিসের বিচার?

সুপ্রভা। শক্তিমানরা যুগে-যুগে যে অনাচার ব্যাভিচার করে এসেছে তার।

সদানন্দ। বিচারক কে?

সুপ্রভা। আমরা।

সদানন্দ। তুমি আর আমি...বিচারক!

সুপ্রভা। শুধু তুমি আর আমি কেন, সকল দেশের সকল তরুণ-তরুণী।

সদানন্দ। আমাদের অধিকার?

সুপ্রভা। উত্তরাধিকার সূত্রে আমরাই ত অধিকারী। আগামী দিনে আমরাই ত পৃথিবীর রূপ ফুটিয়ে তুলব।

সদানন্দ। গ্রীসের যে ভূতের কথা বলছিলে একটু আগে, তা কি উপযুক্ত কোন মিডিয়াম না পেয়ে অবশেষে তোমারই কাঁধে ভর করল?

সুপ্রভা। না, ভর এখনো করেনি। তবে তার ভরসাই আমরা, বিশ্বের তরুণ তরুণীরা।

সদানন্দ। না, না, আমি কোন ভূতের মিডিয়াম হতে পারবনা। ভূতে আমার বড় ভয়।

সুপ্রভা। কিন্তু আর একটা বিশ্বযুদ্ধ যদি ওরা বাধিয়ে দিতে পারে, তাহলে তরুণ-তরুণীদের কাঁধে ভূত এসে ভর করবেই! যে অন্যায় ওরা করেছে সুদূর এবং অদূর অতীতে, সেই অন্যায় আমাদের দিয়েও ওরা করিয়ে নেবে। তাতে করে আমরাও ভূত হয়ে যাব। বিচার করবার কোন অধিকারই তখন আর আমাদের থাকবে না। ওরা যে সব-মাথাই ন্যাড়া করে দিতে চায়!

সদানন্দ। ঠিক বলেছ তুমি। ভয় করলেই ওরা পেয়ে বসবে। ভয় আমরা করব না। বল তুমি রোমের গল্প। শুনে গা গরম করে নি', মনে আনি বল। কাছে এসে গা ঘেঁসে বোস না! তোমার দেহের তাপ পৌষ-সকালের রোদের মতোই মিঠে।

সুপ্রভা। বেশ, বেশ! শোন তবে রোমের কথা। পাহাড়ের আড়ালে, সাগরের জলে, গ্রীস গেল ডুবে, আর ধীরে ধীরে দিগন্ত রাঙিয়ে উদিত হোলো রোম, গ্রীসেরই অরুণ বরণ নিয়ে, শৌর্য্য নিয়ে, জ্ঞানের গরিমা নিয়ে।

সদানন্দ। বাঃ! বাঃ! বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে রোম তোমার মন রোমান্সে রঙীন করে তুলেছে। সাবাস রোম! বিচিত্র রোম!

সুপ্রভা। সত্যই বিচিত্র তার উদয়।

সদানন্দ। উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জয়ের জৌলুস!

সুপ্রভা। ঠিক তাই! জুলিয়াস সীজার তাঁর বিখ্যাত বাণী ভিনি-ভিদি ভিসিতে হয়ত রোমেরই মর্ম্মবাণীর প্রতিধ্বনি তুলেছিলেন।

সদানন্দ। আহা-হা! এলাম, দেখলাম, জয় করলাম! ভাগ্যবানের কথা। আমি যদি সীজারের মতো তোমাকে উদ্দেশ করে ওই কথাগুলো বলতে পারতাম! সীজার জিন্দাবাদ! জুলিয়াস সীজার জিন্দাবাদ! সীজার…

[তাহার কথা শেষ হইবার আগেই দূরে দামামা বাজিয়া উঠিল। কথা শেষ না করিয়া তরুণ ত্রস্ত ভাবে চাহিয়া রহিল। তরুণীও উঠিয়া দাঁড়াইল। তরুণ পিছু হটিতে-হটিতে তরুণীর পাশে গিয়া দাঁড়াইল।]

সদানন্দ। ও কিসের বাজনা!

সুপ্রভা। হয়ত কোন ক্যারাভান।

সদানন্দ। যদি আমাদের দেখতে পায়!

সুপ্রভা। দেখবে ত নিশ্চয়! এই খানেই হয়ত ওরা ছাউনি ফেলবে।

সদানন্দ। যদি ওরা দস্যু হয়!

সুপ্রভা। সঙ্গে যা আছে কেড়ে নেবে।

সদানন্দ। যদি ওরা তোমাকেই নিয়ে যেতে চায়!

সুপ্রভা। তুমি বাধা দেবে।

সদানন্দ। একা!

সুপ্রভা। একা বাধা দিতে হয়ত পারবে না; কিন্তু প্রাণ দিতে পারবে ত।

সদানন্দ। না, না, তামাসা নয়। চল, জীপে উঠে চম্পট দি।

সুপ্রভা। কিন্তু মোটারের শব্দ শুনে ওরা তাড়া করবে যে!

সদানন্দ। হাঁ, আর ধরেও ফেলবে হয়ত। সন্দেহ ত করবেই।

সুপ্রভা। বিপদে পড়ে তোমার বুদ্ধি খুলছে দেখছি!

সদানন্দ। নির্ব্বোধের বুদ্ধি খুলে নির্ব্বুদ্ধিতাই জমে ওঠে। তুমিই চটপট কিছু ঠিক করে ফেল।

সুপ্রভা। চল ওই Sphinx-এর পদতলে আশ্রয় নি। ক্লিওপেত্রাও তাই নিয়েছিলেন জুলিয়াস সীজারকে দূর থেকে দেখে ভয় পেয়ে।

সদানন্দ। ক্লিওপেত্রাকে সীজার রক্ষা করেছিলেন, আমাদেরকেও রক্ষা করবেন। জয় সীজার! জুলিয়াস সীজার জিন্দাবাদ!

[মেঘ-গর্জ্জনের শব্দ হইল।]

ও আবার কি!

সুপ্রভা। মেঘ ডাকছে।

সদানন্দ। মরুতে আবার মেঘ কি?

সুপ্রভা। ভেসে এসেছে।

[সূক্ষ্ম একটা আবরণ মঞ্চের মাঝা-মাঝি পতিত হইল]

আঁধারও নেমে আসছে।

সদানন্দ। Sphinx-এর কাছে যাব কেমন করে!

সুপ্রভা। এই খানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক।

সদানন্দ। কে যেন এগিয়ে আসছে!

সুপ্রভা। আমাদের মিউজিয়মে ব্রোঞ্জের যে রোমান মূর্ত্তি আছে, ঠিক সেই রকম।

[মূর্ত্তি আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। সুপ্রভা ও সদানন্দ বাহুলগ্ন হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল]

সুপ্রভা।
সদানন্দ। } কে!

সীজার। সীজার।

সদানন্দ।
সুপ্রভা। } কে?

সীজার। জুলিয়াস সীজার।

সদানন্দ। }
সুপ্রভা। } হেইল সীজার!

সীজার। তুমি কে?

[কয়েক পা অগ্রসর হইয়া]

তুমি ত ক্লিওপেত্রা নও।

সুপ্রভা। আমি যে-দেশ থেকে এসেছি, সে দেশে ক্লিওপেত্রা জন্মায় না।

সীজার। দুর্ভাগা সে দেশ।

সুপ্রভা। সে দেশের পুরুষরা তা মনে করে না।

সীজার। পৌরুষহীন পুরুষ তারা। জুলিয়াস সীজার জিন্দাবাদ বলেছিল কে।

সদানন্দ। আমি।

সীজার। কে তুমি! আন্তনি?

[তাহার কাছে অগ্রসর হইয়া]

না, আন্তনি ত নও তুমি। তুমিও ত নও ক্লিওপেত্রা।

সুপ্রভা। আমরা এক দেশেরই মানুষ।

সীজার। দেশটির নাম করছ না কেন? আমি সীজার! কোন্ দেশ আমার অজানা ছিল?

সুপ্রভা। আমেরিকা?

সীজার। হ্যাঁ, তখন ও-দেশটা জানতাম না বটে।

সুপ্রভা। যিনি দেশটা আবিষ্কার করেছিলেন, তিনিও দেশটার নাম জানতেন না।

সদানন্দ। যে-দেশে পৌঁচেছেন বলে তিনি ভুল করেছিলেন, আমরা সেই দেশেরই লোক। সে দেশের নাম ভারতবর্ষ।

সীজার। ভারতবর্ষ!

সুপ্রভা। আপনার জয়-রথ তার মাটি কখনো স্পর্শ করেনি।

সীজার। মসলিনের দেশ, হীরে-মুক্তোর দেশ, চন্দন-মশলা-গজদন্তের দেশ। জানি, জানি, আমি জানি। কিন্তু মসলিনের দেশের মেয়ে তুমি মসলিনের জামা-কাপড় পরে আসনি কেন?

সুপ্রভা। নেই।

সীজার। কি নেই?

সুপ্রভা। মসলিন।

সীজার। কি হোলো?

সুপ্রভা। ধ্বংস!

সীজার। আহা! কেমন করে ধ্বংস হোলো? আমরা ত ওর চাহিদা বেশ বাড়িয়ে দিয়েছিলাম রোমের বাজারে।

সুপ্রভা। কিন্তু যে সাম্রাজ্যবাদের আর লুণ্ঠনের ঝোঁক আপনারা জাগিয়ে দিয়েছিলেন, তারই সর্ব্বগ্রাসী লালসার আগুনে সব পুড়ে গেল।

সীজার। আমরা কারা?

সুপ্রভা। সীজাররা, সীজারদের উত্তরাধিকারীরা।

সীজার। তা কা আর করবে! তোমরা যে দুর্ব্বল ছিলে।

সুপ্রভা। দুর্ব্বল আমরা ছিলাম না। আমরা মানুষকে বিশ্বাস করতাম। বিশ্বাস করেই বিদেশের গরীব লোকদেরকে আমাদের দেশে বাণিজ্য করবার অধিকার দিতাম। তাতেই গ্রাহকদের লোভ বেড়ে গেল। তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে



আমাদের স্বরাজ্যে ভাঙন ধরালো। তারপর তা দখল করে বসল।

সদানন্দ। আমাদের টাকায় নিজেদের দেশে শিল্প গড়ে তুল্ল। আর নিজেদের পণ্যের কাটতি বাড়াবার জন্যে আমাদের শিল্প ধ্বংস করল।

সীজার। ওই ত এক কথাই হোলো! গায়ে জোর থাকলে তোমরা তাদের তাড়িয়ে দিতে পারতে।

সুপ্রভা। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম বেচারারা করে খেতে চাইছে, বাদ সাধি কেন! যখন জানলাম তারা আমাদের শুদ্ধ গিলে খেতে চাইছে, তখন সাবধান হতে চাইলাম। কিন্তু তারা ততক্ষণ আমাদেরকে নাগপাশে বেঁধে ফেলেছে!

সীজার। তোমরা দুজনা কি আমারই মতো মৃত?

সদানন্দ। না, না, আমরা বেঁচে আছি। আমরা ভূত নই!

সুপ্রভা। আমাদের বাপ-ঠাকুর্দারা মৃত, কিন্তু আমরা জীবিত।

সীজার। আমার কাছে কি বর চাও তোমরা?

সুপ্রভা। বর চাই কে বল্লে আপনাকে!

সীজার। সীজার জিন্দাবাদ বলছিলে কেন?

সদানন্দ। সে আমি একা বলেছিলাম, ভিনি, ভিদি, ভিসি বলবার মতো ভাগ্যবান হতে চেয়েছিলাম বলে।

সীজার। হেইল সীজার! বলেছিলে কেন?

সুপ্রভা। আপনাকে সম্মান দেবার জন্যে।

সীজার। আমার কাছে কোন প্রার্থনা নেই তোমাদের?

সুপ্রভা। আছে।

সীজার। আছে!

সুপ্রভা। প্রার্থনা আছে। কিন্তু বর যাচ্ঞা নেই।

সীজার। কি প্রার্থনা?

সুপ্রভা। রোমান-লালসার নিবৃত্তি।

সীজার। আমার লালসা নেই। আমি ত মৃত।

সুপ্রভা। কিন্তু আপনারা,মৃত সীজাররা, অতৃপ্ত বাসনা-কামনা-লালসা নিয়ে আজও আকাশে-বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে দেশে-দেশে যুগে-যুগে নব-নব সীজারের আবির্ভাব হচ্ছে। তাদের লোভ, তাদের বলাৎকার, মর্ত্ত্যের মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

সীজার। তারা যুদ্ধ করুক!

সুপ্রভা। তাই ত করতে চাইছে।

সীজার। আর দুর্ব্বল তোমরা ভয়ে আঁতকে উঠেছ?

সদানন্দ। কিন্তু এখানকার যুদ্ধ কি ভয়াবহ, তা আপনি জানেন না, সীজার।

সীজার। আমাদের আমলেও যুদ্ধ করতে যারা ভয় পেত, যুদ্ধকে তারাও ভয়াবহ মনে করত। আর তাতেই আমরা জয়ী হতাম।

সুপ্রভা। কিন্তু এখনকার যুদ্ধে বিজয়ী-বিজিত কিছুই থাকবে না। মানুষই বেশি বেঁচে থাকবে না। যারা থাকবে, তাদেরও ছেলে-পুলেরা সুস্থ হবেনা, সবল হবেনা, বিকৃত হবে, বিকলাঙ্গ হবে। ক্রমশ পৃথিবী পোকা-মাকড়ে ভরে যাবে।

সীজার। বল কি!

সদানন্দ। কেন, আপনি কি এ-খবর পাননি?

সীজার। অনুচরদের কাছে ভাসা-ভাসা কিছু শুনেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। এখন মানুষের মুখ থেকে শুনলাম।

সদানন্দ। এখন বিশ্বাস করছেন ত?

সীজার। দাঁড়াও। ভালো করে জেনে নি! তুমি পুরুষ, তুমিই আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

সদানন্দ। কিন্তু সীজার, এই অধম পুরুষের চেয়ে ওই মহিমময়ী নারীর যে বেশি পৌরুষ আছে, তার পরিচয় আপনি নিশ্চয়ই পেয়েছেন।

সীজার। নারীর কথায় আমার আর বিশ্বাস নেই, বড় দাগা পেয়েছি আমি!

সুপ্রভা। ব্রুটাস কি নারী ছিলেন, সীজার?

সীজার। ব্রুটাস! ব্রুটাস ত শুধু আমাকে খুন করেছে। কিন্তু দীর্ঘ-কাল ধরে আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা দুই হাতের তালুতে পিষে পিষে নিরন্তর আমাকে পীড়া দিয়েছে এক নারী!

সদানন্দ। সে নারী কে, সীজার?

সীজার। তার নাম উচ্চারণ করতে আমার ঠোঁট কেঁপে ওঠে, আমার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়। নাম তোমরা জানতে চেয়োনা। আমি এখন চলি।

সুপ্রভা। সীজার এখন কোথায় চলেছেন?

সীজার। সাইপ্রাসে।

সুপ্রভা। সাইপ্রাসে! কেন?

সীজার। জাননা, সেখানে সৈন্য সমাবেশ হচ্ছে?

সুপ্রভা। জানি।

সীজার। জান, তবুও জিজ্ঞাসা করছ আমি সেখানে কেন যাচ্ছি! আমি সীজার! আমার উপস্থিতি, আমার ছায়ামূর্ত্তি, তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে।

সুপ্রভা। সীজার তাহলে আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন না?

সীজার। কোন্ প্রার্থনা ?

সুপ্রভা। রোমান লালসার নিবৃত্তি।

সীজার। না, না, ও প্রার্থনা তোমরা কোরনা। তোমরা বর চাও। বর চাও তোমরা। আমি তোমাদেরকে রোমান করে তুলব।

সুপ্রভা। আমরা রোমান হতে চাইনা।

সীজার। চাওনা ?

সুপ্রভা। না, সীজার।

সীজার। ক্লিওপেত্রাও চায়নি !

সদানন্দ। নামটা বলে ফেল্লেন, সীজার ?

সীজার। হ্যাঁ, মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আমি এখন চলি। তোমার বর নেবেনা যখন, তখন আমার আর কিছু করবার নেই।

সুপ্রভা। কিন্তু আমরা যে আপনার বিচার করতে চাই, সীজার !

সীজার। বিচার !

সদানন্দ। হ্যাঁ।

সীজার। সীজারের বিচার করবে তোমরা !

সুপ্রভা। হ্যাঁ, আমারাই বিচার করব।

সীজার। বেশ ! দেখি, কখানা ছোরা সঙ্গে এনেছ ?

সদানন্দ।
সুপ্রভা। } ছোরা !

সীজার। ছোরা নইলে বিচার করবে, দণ্ড দেবে, কেমন করে? দাঁড়াও, আগে স্মরণ করি। মার্কাস ব্রুটাস, কেইয়াস কেসিয়াস, ডিসিয়াস ব্রুটাস, মেটেলাস, সিন্না, ক্যাসকা,

আর ট্রেবোনিয়াস। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত। হ্যাঁ, সাতজনের হাতে ছিল সাত খানা ছোরা। একে একে এই দেহের সাত জায়গায় সাতখানা ছোরা বসিয়ে দিয়ে সেই সপ্তরথ করেছিল তাদের সীজারের বিচার। কিন্তু বিচার তাদের ব্যর্থ হোলো। সীজারের দেহের প্রতিটি ইঞ্চি সীজার, পরিপূর্ণ সীজার। আর প্রতি পরমাণু পরম-রোমান যার, সেই হয় পরিপূর্ণ সীজার। পারবে এই সীজারের প্রতি পরমাণু হত্যা করতে? ব্রুটাসরা পারেনি। তোমরা পারবে?

সদানন্দ। আমরাও তা পারবনা?

সীজার। তবে বিচার করতেও চেয়োনা। দণ্ডই যদি দিতে না পারবে, বিচার করে কি হবে?

সুপ্রভা। আমাদের বিচারে দণ্ড নেই।

সীজার। বিচারে দণ্ড নেই!

সুপ্রভা। না।

সীজার। তবে বিচার করতে চাও কেন?

সুপ্রভা। অপরাধের স্বীকৃতিই শুধু চাই আমরা।

সীজার। লাভ?

সুপ্রভা। রূপান্তরের আশা।

সীজার। সীজারের রূপান্তর নেই। জীবনে-মরণে জনমে-জনমে সীজার সীজার! অমি চল্লাম সাইপ্রাসে! সৈন্যদের অগ্রসর হতে আদেশ দি!

[শিঙ্গাতে ফুঁ দিলেন। সেই শব্দ মিলাইয়া যাইতে না যাইতেই বাঁশীর করুণ সুর শোনা গেল। সীজার মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাঁশী বাজিতেই লাগিল।

সুপ্রভা। সাইপ্রাসে যাবেন না, সীজার ?

সীজার। ওই বাঁশী ! ওই বাঁশী আগে থামুক। নইলে এখান থেকে আমি নড়তে পারব না।

সদানন্দ। আপনিও কি বাঁশী বাজাতে পারেন, সীজার ?

সীজার। পারতাম এককালে।

সুপ্রভা। আমরা যাঁকে নর-নারায়ণ বলে পূজা করি, তিনিও এমন বাঁশী বাজাতে জানতেন যে, নদীর জল উজানে বইত।

সীজার। শ্রেষ্ঠতম মানুষই শ্রেষ্ঠতম বংশী-বাদক।

সুপ্রভা। নীরোও কি শ্রেষ্ঠতম মানুষ ছিলেন, সীজার ?

সীজার। যতক্ষণ সীজার ছিলেন, নিশ্চিতই ছিলেন।

সুপ্রভা। পম্পি ?

সীজার। কোন্ পম্পি ?

সুপ্রভা। সীজার পম্পি। যাঁকে হত্যা করে আপনি সীজার হয়েছিলেন।

সীজার। আমি তাকে হত্যা করিনি।

সুপ্রভা। করিয়েছিলেন।

সীজার। হত্যা করেছিল মিশরীরা।

সুপ্রভা। তারা আপনাকেও হত্যা করতে পারত।

সীজার। করে'নি ত।

সুপ্রভা। কেন করেনি, বলুনত ?

সীজার। আমি তখন সীজার হয়েছিলাম বলে সাহস পায়নি। মিশরীরা তোমাদের মতোই দুর্ব্বল।

সুপ্রভা। সীজার পম্পিকে হত্যা করেছিল মিশরী-রোমান।

সীজার। মিশরীদের ওই আর এক দুর্ব্বলতা। যে জাতিই তাদেরকে জয় করবে, সেই জাতির সঙ্গেই তারা মিশে যাবে। গ্রীকদের

সঙ্গে মিশেছিল, রোমানদের সঙ্গে, হিব্রুদের সঙ্গে, তুর্কীদের সঙ্গে, অবশেষে আরবদের সঙ্গে !

সুপ্রভা। মিশরের সবলতার লক্ষণই তাই।

সীজার। সবলতার !

সুপ্রভা। সবলতারই কেবল নয়, সভ্যতারও। অস্বীকার করবার নয়, অগ্রাহ্য করবার নয়, গ্রহণ করবার, আপন সত্তার সঙ্গে মিশিয়ে নেবার শক্তিই সভ্যতা। রূপ থেকে রূপান্তর, জন্ম থেকে জন্মান্তর, ইহলোক পরলোকের ব্যবধান অবসানের অনুসন্ধানই সভ্যতা। সেই সভ্যতাই মানুষকে, জাতিকে, চিরঞ্জীব করে। মিশরকে করেছে, চীনকে করেছে, ভারতকে করেছে।

সীজার। আর কেউ ওই রূপান্তরের, ওই জন্মান্তরের, ওই জীবন-মরণের ব্যবধান অবসানের কথা ভাবেনি বলছ ?

সুপ্রভা। ভেবেচে সীজার, অনেকেই ভেবেছে ; সভ্যতার শক্তি বৃদ্ধি অনেকেই করেছে।

সীজার। তবে তিনটি দেশের, তিনটি জাতিরই কেবল নাম করলে কেন ?

সুপ্রভা। সকল দেশেরই শিল্পীরা, কবিরা, দার্শনিকরা, বিজ্ঞানীরা, ধার্মিকরা, মানুষের সভ্যতাকে পাশবিক শক্তির চেয়ে বড় করতে চেয়েছে। কিন্তু সীজার ··

সীজার। বল ! বল ! কিন্তু ··

সুপ্রভা। কিন্তু সম্রাটদের, সীজারদের, আর নিজেদেরও, দুর্ব্বলতার জন্যে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতেও পারেনি, তাদের জাতির মানুষের অন্তরে অন্তরে ফলিয়েও ধরতে পারেনি সভ্যতার সেই আদর্শ।

সীজার। সম্রাটদের, সীজারদেরও, দুর্ব্বলতা ছিল বলছ ?

সুপ্রভা। ছিল, সীজার।

সীজার। কি দুর্ব্বলতা ?

সুপ্রভা। লোভ।

সীজার। কিসের লোভ ?

সুপ্রভা। ভূমির, স্বর্ণের, জয়ের, ভোগের। মনের ওই দুর্ব্বলতা মনেই লুকিয়ে রাখবার জন্যে তাঁরা দেহের শক্তিকেই দুর্ব্বার করে তুলেছেন, আর দৈহিক শক্তি পরিচালিত জয়-রথের চাকায় বেঁধে নিয়েছেন মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া সভ্যতা। তাঁরা ভাবেননি যে-সব দেশ তাঁরা রক্তে প্লাবিত করেছেন, আগুনে দগ্ধ করেছেন, লুণ্ঠনে সর্ব্বস্বান্ত করেছেন, পীড়নে, স্তব্ধ, আড়ষ্ট রেখেছেন, -সে-সব দেশেও মানুষ আছে, সে মানুষেরও হৃদয় আছে, সে হৃদয়েও আছে স্নেহ, প্রীতি, মানুষকে আপন করে নেবার আকুতি !

সীজার। যদি আমরা ভাবতাম ও-সব কথা ?

সুপ্রভা। দেশজয় চিত্ত-জয়ে রূপান্তরিত হোতো, শত্রুতা মৈত্রীতে পরিণত হোতো।

সীজার। মানুষ তাহলে বীরত্বের গৌরব করতে পারত না।

সুপ্রভা। পারত, সীজার। সে তখন বীরত্বের পৃথক অর্থ করে নিত।

সীজার। মানুষ তাহলে দেশ-প্রীতি প্রকাশের সুযোগ পেত না।

সুপ্রভা। পেত সীজার। সে তখন শিখত দেশের জন্য সংগ্রাম করাই কেবল দেশ-প্রীতি নয়, দেশকে স্বর্গ করে তোলাও দেশ-প্রীতি।

সীজার। মানুষ তাহলে কাব্যের, দর্শনের, নাটকের, শিল্পের, প্রেরণা পেতনা।

সুপ্রভা। সীজার ?

সীজার। বল।

সুপ্রভা। কার্থেজের কাহিনী জানা আছে ?

সীজার। হ্যানিবলের কার্থেজ ?

সুপ্রভা। কার্থেজ কেবল হ্যানিবলেরই ছিল না, সীজার। হ্যানিবল ছিলেন তার একটি মাত্র সন্তান। আরও আড়াই লক্ষ অধিবাসী ছিল কার্থেজের। রোমানরা তাদের কী করেছিল, সীজার তা স্মরণ করতে পারেন ?

সীজার। কার্থেজের সে ঘটনা ঘটে আমারও আবির্ভাবের দু'শ বছর আগে।

সুপ্রভা। কিন্তু যারা তা ঘটিয়েছিল, তারা ছিল রোমান। তারা রোমকে জয়যুক্ত করেছিল বলেই সীজারদের উদ্ভব হয়েছিল। তিন দফায় অনুষ্ঠিত পিউনিক্ মহাযুদ্ধ রোমকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা দেয় একথা সীজার কি অস্বীকার করবেন ?

সীজার। না। সীজাররা সত্যকে অগ্রাহ্য করতে পারে, অস্বীকার করে না। কার্থেজের ওই দুর্দ্দশার হেতু হয়েছিল হ্যানিবল।

সুপ্রভা। হ্যানিবল কার্থেজকে রোমের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁর দেশ প্রীতির পরিচয় দিয়েছিলেন

সীজার। হ্যানিবল রোমকে আক্রমণ করেছিল।

একটা মধু সুর শোনা গেল। হ্যানিবল ও ক্লিওপেত্রা হাত ধরাধরি করিয়া প্রবেশ করিল। তাহাদের পশ্চাতে ক্লিওপেত্রার সহচরীরা। তাহাদের হাতে ফুলের মালা, ধূপ দীপ।

সদানন্দ
সুপ্রভা } কে!

সীজার। কে তোমরা!

হ্যানিবল। আমি হ্যানিবল, সীজার।

ক্লিওপেত্রা। আর আমাকে হয়ত চিনেছ, প্রিয়তম।

সীজার। ক্লিওপেত্রা!

ক্লিওপেত্রা। ক্লিওপেত্রা, সীজার।

ক্লিওপেত্রা অভিবাদন করিল। সকলেই অভিবাদন করিল।

সীজার। হ্যানিবলের সঙ্গে কেন এলে, তুমি?

ক্লিওপেত্রা। হ্যানিবল তরুণ। ওর বাহু শীর্ণ নয়। ওর হৃদয় ঠাণ্ডা নয়। ওর মাথায় টাক নেই। অর্দ্ধ পৃথিবীর ভার বইবার গরব করবার মতো গর্দ্দভ বুদ্ধিও ওর নেই।

সীজার। কিন্তু ও যে আমারও চেয়ে দু'শ বছর আগেকার লোক।

ক্লিওপেত্রা। আবার দু'হাজার বছর পরবর্ত্তী কালেরও লোক ও। কার্থেজ নেই, কিন্তু ও আছে। সারা আফ্রিকা ওর যৌবনের ছোঁয়াচ পেয়ে আজ উচ্ছল, টলমল,—টিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মিসর, মরক্কো, সুদান, আবিসিনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সব, সব, সব সীজার। ওকে স্বাগত জানাও।

সীজার। ও রোম আক্রমণ করেছিল! রোমের ললাটে ও পরাজয়ের কালি মাখিয়ে দিয়েছিল।

হ্যানিবল। আর রোম? রোম কী করেছিল, সীজার? কার্থেজকে আমি বন্ধন মুক্ত করে মাতৃভূমির প্রতি আমার কর্ত্তব্য পালন করেছিলাম। রোম ভেবেছিল আমার দৃষ্টান্ত দেখে সবাই তার নাগপাশ থেকে মুক্ত হবে। সাপকে খুঁচিয়ে গর্ত্ত থেকে বার করে যেমন তাকে মারা হয়, তেমন করেই আমাকেও মারবার জন্যে রোম আমাকে কার্থেজ থেকে খুঁচিয়ে বাইরে বার করল। আমি তখন ফনা বিস্তার করলাম, ছোবলের পর ছোবল মারলাম রোমের বিশাল

দেহে। রোম নীলবর্ণ হয়ে গেল। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের পনেরো বছর কাল রোমকে আমি হীনবল করে রাখলাম।

সীজার। তারপর বীরবর, তারপর?

হ্যানিবল। তারপর ভাগ্য-বিপর্যয়, সীজার! আর পর্যুদস্ত বীরদের ভাগ্যে চিরকাল যা হয়ে থাকে, আমারও তাই হোলো।

সীজার। কার্থেজিয়ানরা কি তাঁদের পরিত্রাতা মহাবীর হ্যানিবলকে সম্মানিত করেছিল?

হ্যানিবল। না সীজার। বিজিত, ভীত, বিভ্রান্ত, নিপীড়িত হতভাগ্যরা আমাকে রোমের হাতে তুলে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আমি কার্থেজ থেকে পালিয়ে এসেছিলাম। বিষ খেয়েছিলাম এসিয়ায় গিয়ে।

সীজার। দেশের লোকেরা যার দেশ-প্রীতির দাম দেয় না, তাকে কী বলা উচিত, ক্লিওপেত্রা?

ক্লিওপেত্রা। তোমাকে আজ যা বলা উচিত, সীজার।

সীজার। আমি দেশের লোকের দণ্ড থেকে পালাতে চাইনি। আমি জান্তাম তারা ষড়যন্ত্র করছে। তবুও আমি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

সুপ্রভা। আপনার অসীম দম্ভ আপনাকে অন্ধ করেছিল। সাধ্বী ক্যালপুরনিয়া আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। আপনি বলেছিলেন আপনার মুখ দেখেই বাষ্প হয়ে উপে যাবে তারা, বলেছিলেন When they shall see the face of Cæsar, they are vanished. দম্ভ সীজার, ও ছিল অসার দম্ভোক্তি!

সদানন্দ। তারপর সীজার, তারপরও হত্যাকারীরা সত্যি-সত্যিই যখন আপনার দেহে একে একে আঘাত হানতে লাগল, তখনো

আপনার আশা ছিল মার্কাস ব্রুটাস আপনাকে রক্ষা করবে!

সুপ্রভা। তাই তারও হাত থেকে সর্ব্বশেষ আঘাত যখন পেলেন আপনি, তখন আপনার বুক ফেটে বেরিয়েছিল মর্ম্মভেদী এই আর্ত্তনাদ, Et tu Brute! Then fall Cæsar! সে-ই আপনার শেষ কথা।

সদানন্দ। আর সঙ্গে সঙ্গেই সিন্নার পৈশাচিক উল্লাস, Liberty! Freedom! Tyranny is dead!

সীজার। তোমরা জানলে কি করে এ-সব কথা?

সুপ্রভা। মিথ্যে জেনেছি কি সীজার?

সীজার। হয়ত মিথ্যা। হয়ত নয়! অতীতের কথা ভাবতে গেলে কত মিথ্যাকেই না সত্য মনে হয়, কত সত্যই না মিথ্যা হয়ে দেখা দেয়!

সুপ্রভা। মানুষ মনে মনে যা সত্য আর মিথ্যা বলে জানে, তার কিছুই নিত্য নয় সীজার, সবই আপেক্ষিক। তার আজকার কল্পনার সত্য, কাল মিথ্যা প্রমাণিত হয়, আর কালকার মিথ্যাও কখনো কখনো সত্য হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, আপনার অন্তিম-উক্তি আমরা পেয়েছি সেক্সপিয়ারের নিরুপম নাটকে।

ক্লিওপেত্রা। ওরা কারা, সীজার?

সীজার। ভারতবর্ষ থেকে এসেছে।

ক্লিওপেত্রা। ভারতবর্ষ থেকে! দেখি, দেখি, দেখি!

[তরুণ তরুণীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।]

আমি জানতাম তোমরা আসবে।

সুপ্রভা। জানতেন!

ক্লিওপেত্রা। জানতাম। যেমন জানতাম হ্যানিবলও আসবে।

[হ্যানিবলের দিকে ঘুরিয়া]

জানতাম না, হ্যানিবল?

হ্যানিবল। জানতেন।

সীজার। এখনো সেই ছলা-কলা, ক্লিওপেত্রা!

ক্লিওপেত্রা। হ্যানিবলকে হিংসা কোরোনা, সীজার। হ্যানিবল তোমারই মতো মানুষের পাশবিকতার পাষাণ-বেদীতলে আত্মবলি দিয়েছিল।

সীজার। তুমি বিশ্বাস কর, আমি আত্মবলি দিয়েছিলাম?

ক্লিওপেত্রা। করি, সীজার। আমি যে তোমাকে ভালো করেই জানি।

সীজার। কিন্তু ওই ভারতের মেয়েটি বল্লে আমি হত হয়েছি আমার দম্ভের জন্যে!

হ্যানিবল। ভারতের এই মেয়েটি মিথ্যে সন্দেহ করেনি, সীজার।

সদানন্দ। রোমান কখনো অন্যায় করেনা, এমন কথা এইখানে দাঁড়িয়ে বার বার এখনো আপনি বল্লেন, সীজার

সুপ্রভা। আপনার প্রাপ্য মর্য্যাদা দিযে আপনাকেই জিজ্ঞাসা করতে চাই সীজার, নির্ম্মমতায় রোম কি গ্রীসকেও হারিয়ে দেয়নি? হত্যার বীভৎসতায়, রুচির বিকৃতিতে, লালসায়, লুণ্ঠনে, রোম কি কখনো মানুষের লজ্জা হয়ে ওঠেনি?

সীজার। কখনো কি ন্যায়, নীতি, আইন, সাহিত্য, শিল্প দান করে মানব-সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেনি রোম?

সদানন্দ। কখনো কি আইন পায়ে দলে রোম অনাচার করেনি, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে সমাজ কলুষিত করেনি, স্যাডিজম কি কখনো হয়নি রোমান সিটিজেনদের মোটিভ পাওয়ার ?

সুপ্রভা। শুধু থ্রিল উপভোগ করবার জন্যে রোমান সীজাররা, প্যাট্রিশিয়ানরা, যুবক-যুবতীরা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা, শিশুরাও দেখতে চেয়েছে, দেখে আনন্দ পেয়েছে, আঁতকে ওঠেনি সীজার, আনন্দে করতালি দিতে দিতে দেখেছে, ক্ষুধার্ত্ত বাঘ-সিংহের মুখে ফেলে দেওয়া দাসদের, খ্রীষ্টানদের, বুকের রক্ত পশুগুলো কেমন করে মুখ দিয়ে শুষে নেয়, কেমন করে মাংস মেদ মজ্জা ছিঁড়ে ছিঁড়ে কুরে কুরে খায়, কেমন করে হাড় চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেলে! দিনেব পর দিন মানব-সভ্যতা-প্রবর্ত্তনার দাবীদার রোমের য়্যাম্পিথিয়েটারে চলত এই বীভৎস পাশবিক উৎ-সব! কে শুনল, সীজার, এপিক্‌টেটাসের উপদেশ? জুষ্টিনিয়ানের আইনের মর্য্যাদা দিল কে? কার কলুষিত তপ্তরক্ত ভার্জ্জিলের অমৃত বর্ষণে স্নিগ্ধ হোলো, সীজার?

সীজার। সুন্দরি, আঁজলা ভরে শুধু বিষই তুলে নিলে, রোমের অমৃত-ভাণ্ড হাত দিয়ে স্পর্শও করলে না!

সুপ্রভা। কি হবে দর্শনে, বিজ্ঞানে, কাব্যে, নাটকে, যদিনা ও-সব মানুষকে রূপান্তরের, নবজন্মের, নবসৃষ্টির প্রেরণা দেয়?

সীজার। দেয়নি, বলছ?

সুপ্রভা। কোথায় দিল! দেশ-বিদেশ থেকে জয়-করে-আনা ব্যক্তি-স্বাধীনতাহারা দাস-যূথের ওপর সংসার, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, সংগ্রাম, সকল কাজের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে স্বল্প-সংখ্যক অভিজাতরা বিলাসে, ব্যাভিচারে, বিকৃত যৌন-আবেদনে,

মশগুল রইল। দর্শন, বিজ্ঞান কাব্য নাটক ত রোমকে বাঁচাতে পারল না! গ্রীকরা গ্রীসকে বাঁচাতে পারলনা, রোমানরাও রোমকে বাঁচাতে পারল না; নিজেরাই নিজেদেরকে গিলে ফেল্ল। বার্ণার্ড শ' যা বোঝাতে বললেন Dog eats dog !

সীজার। রোমানদের সম্বন্ধে ওই হীন উক্তি কে করেছিল, বল্লে ?

সদানন্দ। জর্জ্জ বার্ণার্ড শ', আয়ারের মানুষ, ইংলণ্ডে থেকে ইংরিজী ভাষায় নাটক লিখেছিলেন।

ক্লিওপেত্রা। জানলে সীজার, তোমাকে-আমাকে নিয়েও ওই লেখক একখানা নাটক লিখেছিল বেশ মিষ্টি করে। তোমাকে করেছিল বুড়ো বাপের মতো, আর আমাকে কচি মেয়ের মতো। সে নাটক শুনতে শুনতে আমি হেসে লুটিয়ে পড়তাম, সীজার !

সুপ্রভা। কেন, হেসে লুটিয়ে পডতেন কেন ?

ক্লিওপেত্রা। কচি মেয়ে কোন কালেই আমি ছিলামনা, ভাই। গ্রীক আর মিশরী রক্তের 'পাঞ্চ' যে কী উত্তেজক, কী মদির-মধুর, তা কেউ ধারণাতেও আনতে পারে না। তারপর আবার নীল-নদেব উচ্ছল নৃত্য! আমার শিরায় শিরায় যেন তরল-অনল নেচে বেড়াত।

সুপ্রভা। আপনি সইতে পারতেন ?

ক্লিওপেত্রা। কেন পারব না! ইস্পাত তৈরির জন্তে লোহা গালাবার যে ফার্‌নেস্‌গুলো তোমাদের বৈজ্ঞানিকরা গড়েছেন, সে-গুলো সয় কেমন করে? আমি ছিলাম রক্ত-মাংসে গড়া ফার্‌নেস্, রক্ত-মাংসে গড়া মানুষকে ইস্পাত করে গড়ে তোলাই ত ছিল আমার কাজ!

সুপ্রভা। কে দিয়েছিলেন আপনাকে ওই কাজ ?

ক্লিওপেত্রা। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছিলেন।

সুপ্রভা। তিনি কে ?

ক্লিওপেত্রা। কে! সীজার, বলতে পার তিনি কে ?

সীজার। না।

ক্লিওপেত্রা। হ্যানিবল, তুমি ত সীজারের দু'শ বছর আগে এই পৃথিবীতে এসেছিলে। তুমি বলতে পার তিনি কে ?

হ্যানিবল। না।

ক্লিওপেত্রা। তাইত! তোমরা কেউ বলতে পার না ?

সুপ্রভা। আপনিই বলুন না!

ক্লিওপেত্রা। আগুন কি বলতে পারে, সে কেমন করে আগুন হোলো। স্রষ্টাকে পুড়িয়ে ছাই করেই ত আগুন আগুন হয়। আর স্রষ্টার সন্ধানে মিথ্যে মাথা ব্যথা করে হবেই বা কি! তিনি কি ইচ্ছে করে আমাকে সৃষ্টি করেছেন, না ইচ্ছে করলেই আমাকে সৃষ্টি না করে থাকতে পারতেন। পারতেন না। কোন স্রষ্টাই পারেন না।

সদানন্দ। সেক্সপীয়ার বোধ করি সবার চেয়ে সার্থক করে আপনাকে সৃষ্টি করেছিলেন।

ক্লিওপেত্রা। তোমাকে যেমন সুবোধ ভেবেছিলাম, তেমন সুবোধ ত তুমি নও!

সদানন্দ। কেন ?

ক্লিওপেত্রা। বিষ-বোলতা বুকে বসিয়ে তার দংশনে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়ে সার্থক হবে, এই ক্লিওপেত্রা! পড়তাম এস্কাইলাসের হাতে, সোফোক্লিসের হাতে, দেখতে আমার কী রূপ তাঁরা ফুটিয়ে তুলতেন!

সীজার। কি রূপ ফুটিয়ে তুলতেন তাঁরা ক্লিওপেত্রা ?

ক্লিওপেত্রা। যে রূপ তুমি ভাখনি সীজার, যে রূপ আন্তনি দেখেনি, যে রূপ আর্শিতে আমি নিজেও কখনো প্রতিফলিত দেখিনি, সেই রূপ। আমার তনু, মন, বাসনা, কামনা যে-রূপ ফুটিয়ে তোলবার জন্ম অনুক্ষণ আকুল থাকত, সেই অপরূপ রূপ! যে রূপ পৃথিবীতে কেউ দেখেনি, কল্পনাতেও কেউ আনতে পারেনি, সেই রূপ। আমি অনুভব করতাম, আজও অনুভব করি সীজার, সেই অপরূপ রূপ বিকশিত হবার জন্ম আমার সারাদেহে সর্ব্বক্ষণ শিহরণ জাগিয়ে তোলে! সেক্সপীয়ার দামিনীকে কামিনী করতে চেয়েছিলেন। তাই তার হাতে পড়ে আমি দামিনীও রইলাম না, কামিনীও হলাম না, বোলতার ভোগ্যা হয়ে ভবলীলা শেষ করলাম! সে ক্লিওপেত্রা, এ ক্লিওপেত্রা নয়। আমি কেন মরলাম সীজার? রোমে যাবার ভয়ে? রোমে আমি যাইনি, সীজার?

সীজার। গিয়েছিলে।

ক্লিওপেত্রা। রোম আমাকে ধরে রাখতে পেরেছিল ?

সীজার। পারেনি।

ক্লিওপেত্রা। জুলিয়াস সীজার পেরেছিল ?

সীজার। পারিনি।

ক্লিওপেত্রা। আন্তনিই কি পারত আমাকে রোমে বেঁধে নিয়ে যেতে ?

সীজার। আন্তনিই রোমে ফিরতে পারত না।

ক্লিওপেত্রা। তাহলে আন্তনির ভয়েও আমি মরিনি, একথা ঠিক ?

সীজার। ভয় তোমার ছিল না, ক্লিওপেত্রা। সে-কথা আমি জানি।

ক্লিওপেত্রা। তবে আমি আত্মহত্যা করলাম কেন ?

সীজার। কেন ?

হ্যানিবল। কেন ?

সুপ্রভা। কেন ?

সদানন্দ। কেন ?

ক্লিওপেত্রা। লজ্জায় !

সীজার। লজ্জায় ?

ক্লিওপেত্রা। আন্তনির মতো একটা ক্ষুদ্র মানুষকে ভালবাসার লজ্জায়।

সীজার। আন্তনিকে অত ক্ষুদ্র কেন মনে কর তুমি !

ক্লিওপেত্রা। তুমি এখনো ভাবচ তোমার হত্যার পর আন্তনি যে নাটক অভিনয় করেছিল, তা তার সীজারের প্রতি অনুরাগের জন্য। তুমি, সীজার, তুমি ভাববে ওই কথা ! তুমি কি জীবন দিয়েও বোঝনি আন্তনি রোমের কি ক্ষতি করেছে ?

সীজার। আন্তনি তার নিজের ক্ষতি করেছে, রোমের নয়।

ক্লিওপেত্রা। রোমের নয় ?

সীজার। না।

ক্লিওপেত্রা। আন্তনি মিথ্যাচারকে, কপটতাকে, প্রতিষ্ঠা দিয়েছে রোমান চরিত্রে। তোমার হত্যায় কুমীরের অশ্রু বর্ষণ করে সে রোমানদের চিত্তজয় করেছিল। তার সাধ ছিল সে হবে দ্বিতীয় জুলিয়াস সীজার। কিন্তু সে শক্তি ত তার ছিল না ! সে হোলো ট্রায়ামভিরের এক জন। ফ্লাভিয়াকে ত্যাগ করে আমার কাছে সে ধরা দিয়েছিল। আবার আমাকে ভোগ করে ক্লান্ত হয়ে অক্টেভিয়াকে সে বিয়ে করল। কিন্তু অক্টেভিয়া তাকে একমাত্র সীজার করে দিতে পারল না বলে ফিরে এল আমার কাছে। আমাকে ক্রীতদাসী করে রোমে বেচে দিয়ে রোমের

মার্জ্জনা পাবার কল্পনাও তার ছিল, সীজার! ব্রুটাস তোমাকে হত্যা করেছিল, কিন্তু ব্রুটাস ছিল রোমান; আন্তনি হলো রোমের কলঙ্ক, রোমান মনে নীচতা এনে দিল মার্ক আন্তনি। মান সীজার, মান এ-কথা?

সীজার। মানতে মন চায়না, ক্লিওপেত্রা! সে আমার ক্ষত-বিক্ষত দেহের ওপর আছড়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল বলেই নয়, সে ট্রায়ামভিরের একজন ছিল বলে, সীজারের প্রতীক ছিল বলে, শ্রেষ্ঠ রোমানদের অন্যতম নায়ক ছিল বলে। রোমান নায়ক ক্ষুদ্র হবে, হীনতার পরিচয় দেবে, রোমের উঁচু মাথা নীচু করবে, তা আমি ভাবতেও পারি না, ক্লিওপেত্রা; মেনে নিতে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে পড়ি আমি!

ক্লিওপেত্রা। সীজার, তুমি আমার অভিবাদন নাও। শুধু রোমান বলে আন্তনিকেও তুমি হীন মনে করতে পার না! নীরো সীজার ছিল বলে তারও অমানুষিকতায় তুমি ব্যথা পাও না! তুমি সত্যিই শ্রেষ্ঠতম, সর্ব্বোত্তম, রোমান।

সীজার। পরিহাস করচ ক্লিওপেত্রা!

ক্লিওপেত্রা। না, সীজার। যতদিন তোমাকে শুধুই সীজার বলে জানতাম, ততদিন অনেক হাস্য-পরিহাস করিচি তোমার সঙ্গে। কিন্তু আজ তা করতে পারিনা। আজ তোমার মাঝে সর্ব্বোত্তম রোমানই শুধু দেখলাম না সীজার, সর্ব্বোত্তম হতে পারত, এমন একটি মানুষেরও সন্ধান পেলাম। আর তুমি নিজেকে সীজার ভেবনা। আর তুমি নিজেকে শুধুই রোমান ভেবনা। তুমি ও-সবের চেয়ে অনেক, অনেক বড়। তুমি শ্রেষ্ঠতম মানুষদের অন্যতম।

সীজার। শুধু মানুষ হওয়া সীজার হবার চেয়ে বড় কথা! শুধু মানুষ হওয়া রোমান হবার চেয়ে বড কথা!

ক্লিওপেত্রা। কেন নয় সীজার? মানুষকে মর্য্যাদা না দিয়েই যে গ্রীস ডুবে গেল! সীজারকে রোম মর্য্যাদা দিয়েছিল। গ্রীসকে-রোমকে মর্য্যাদা দিয়েছিল পৃথিবীর মানুষ। কিন্তু মানুষ মর্য্যাদা পেল না বলে সবই ডুবে গেল!

সীজার। তুমি আজ এ সব কি বলছ, ক্লিওপেত্রা!

ক্লিওপেত্রা। সীজার, তুমি দেখেছিলে সৈন্য, সাম্রাজ্য, অসংখ্য আদেশবহ ভৃত্য, দাস, ভোগ্যা-নারী। কিন্তু আমি ক্লিওপেত্রা, আমি চেয়েছিলাম মানুষ! শুধু চেয়েছিলাম বল্লেই সব বলা হয় না, সীজার। ঠিক করে বলতে হলে বলতে হয়, গ্রাস করতে চেয়েছিলাম, মিশে যেতে চেয়েছিলাম। তাইত দেহের প্রতি পরমাণু দিয়ে দেহকে আকর্ষণ করতাম, প্রতি রক্ত বিন্দু শুষে নিতে চাইতাম প্রতি রক্ত-বিন্দুর সঙ্গে মিশিয়ে দেবার তৃষ্ণায়. হৃদয় নিংড়ে বার করে আনতে চাইতাম মানুষের প্রেম, প্রণয়, প্রীতি! তুমি জান সীজার,অনেক পেয়েছি আমি। আন্তনিও তাই জেনেছিল। কিন্তু অত পেয়েও, অত ভোগ করেও, সবশেষে আমি জেনেছি, মানুষকে আমি ছুঁতে পারিনি, আয়ত্তে পাইনি, অভিন্ন করতে পারিনি। মিশরের রাণী আমি, তোমাকে অবলম্বন করে, রোমেরও এক রকম রাণীই হয়েছিলাম, ফারাও-সীজারদের বশও করেছিলাম, কিন্তু মানুষ পেলাম না! নরলোকে থেকে যা পাইনি, আজ এই প্রেত-লোকে তাই-ই পেলাম। তোমার মাঝে,

হানিবলের মাঝে, আজ আমি বিজয়ী-বীরের খোলস-মুক্ত মহান মানবের সন্ধান পেলাম !

সীজার। ক্লিওপেত্রা, আমার আবার বাঁচতে ইচ্ছে করছে !

ক্লিওপেত্রা। তুমি বেঁচেই আছ। শুধু সীজার হয়ে বেঁচে নেই।

সীজার। আমি বুঝতে পারছিনা আমি বেঁচে আছি! তোমার কথা শুনেও বুঝতে পারছিনা, ক্লিওপেত্রা।

ক্লিওপেত্রা। এই ভারত-সন্তানদের জিজ্ঞাসা কর। এরা জানে. রাজা রাজত্ব ছেড়ে মানুষ হয়। এরা জানে. মরেও মানুষ অমর থাকে। এদের দেশের সীজাররা শান্তির সন্ধান পেয়েছে আমিত্ব বর্জ্জন করে। এদের দেশের ক্লিওপেত্রারা পুড়ে পুড়ে কাল-জয়ী হয়েছে।

সীজার। না, না, ওরা আমাকে শুনিয়েছে, ওদের দেশে ক্লিওপেত্রা জন্মায় না।

ক্লিওপেত্রা। ক্লিওপেত্রা ওদের দেশে জন্মেই উর্ব্বশী হয়, সীজার।

তরুণী। আমরা রিয়ালিষ্ট। আমরা ও-সব আর বিশ্বাস করি না।

ক্লিওপেত্রা। তোমাদের অতীত ত্রুটিহীন ছিল না, কিন্তু তার মানুষের দৃষ্টি ছিল ব্যাপক। দেবতা, দানব, মানব, ভগবান, কামিনী, হ্লাদিনী, নৃমুণ্ডমালিনী, সব কিছু তারা ফলিয়ে তুলেছিল মানুষের পরিণতিকে ভিত্তি করে। আমি নিশ্চিত জানি সীজার, এস্কাইলাস যদি আমাকে রূপ দিতে চাইতেন, তাহলে যেমন আমার চোখে ক্লাইটিমেনেষ্ট্রার দৃষ্টি দিয়ে দেখাতেন :—

From Ida's top Hephaestus, lord of fire,
Sent forth his sign ; and on and over on,

Beacon to beacon spread the courier flame.

তেমনই অন্তিমে আমাকে দিয়ে বলাতেন :

Nay, enough, enough, my champion !
        We will smite and slay no more
Already have we reaped enough
        the harvest-field of guilt.
Enough of wrong and murder,
        let no other blood be split.

আর বেদব্যাস যদি আমাকে রূপ দিতেন, তাহলে তাঁব সুযোগ্য কোন সৃষ্টিধর আমার অপরূপ রূপ দেখে বলতেন :

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসী,
    হে বিলোল হিল্লোল উর্ব্বশী,
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু-মাঝে তরঙ্গের দল,
    শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা—
    অকস্মাৎ পুরুষেব বক্ষমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
        নাচে রক্তধারা ।

[কিছুকাল আত্মহারা হইয়া স্তব্ধ রহিল। তারপর ধরা গলায় কহিল।]

বড়রা বড়কে এই রকম করেই দেখে সীজার, বিষ-বোলতাব কামড় দিয়ে, কি বালিশ চাপা দিয়ে মহা-প্রণয়েব পরিণতি ঘটায় না। সীজার ! হ্যানিবল ! তোমরা হাতে হাত দাও। তোমরা, ভারত থেকে যারা এসেছ, তারা স্থাখ, রোম আর কার্থেজ হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছে ; বিজয়ী আর বিজিতের হিংসা কাল-সমুদ্র মন্থন করে অমৃত তুলেছে। অতীতে যা-কিছু ক্ষুদ্র ছিল, তা তলিয়ে যাক্।

বিংশ-শতাব্দী হোক মহামানুষের জয়-জাত্রার মাইলষ্টোন। উনবিংশ শতকে একজন মানব-দরদী লেখক, ভিক্তর হুগো, বিপ্লবের চিত্র আঁকতে আঁকতে এই আশাই ব্যক্ত করে গিয়েছিলেন।

সীজার। হ্যানিবল !

[সীজার হাত বাড়াইয়া দিলেন]

হ্যানিবল। আমি পারবনা !

ক্লিওপেত্রা। পারবে, হ্যানিবল। আমি জানি, তুমি পারবে। তাই দেখনা, আমি আমার সহচরিদেরকে দিয়ে তোমাদের জন্য ফুলের মালা আনিয়েছি, কুম্ভ ভরে আনিয়েছি নীলের জল। সীজার হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। এমন করে কারু জন্যে কখনো উনি অপেক্ষা করেন নি।

সীজার। একমাত্র তোমার জন্য ছাড়া।

ক্লিওপেত্রা। এস, হ্যানিবল।

হ্যানিবল। আমি কার্থেজের কথা ভুলতে পারছিনা, ক্লিওপেত্রা !

ক্লিওপেত্রা। কার্থেজের কোন্ কথা পাথরের মতো তোমার বুকে চেপে থেকে তোমার মানবতাকে আত্ম-প্রকাশ করতে দিচ্ছেনা, হ্যানিবল ?

হ্যানিবল। রোমের প্রতিশোধ-পরায়ণতার কথা। কার্থেজ পরাজয় স্বীকার করেছিল। দাঁতে কুটো কেটে বশ্যতা মেনে নিয়েছিল। কার্থেজকে আর শাস্তি দেবার কোন দরকার ছিলনা। কিন্তু রোম কার্থেজের সকল সক্ষম লোকদেরকে একে একে হত্যা করল ! আড়াই লক্ষ অধিবাসীর মাঝে পরিত্রাণ পেল মাত্র পঞ্চাশ হাজার ! সেই পঞ্চাশ হাজারের

মাঝে যে স্ত্রীলোকেরা সুন্দরী ছিল, তাদেরকে উদ্ধত বিজয়ীরা রোমের বিলাসীদের কামানলে ফেলে দিল ; বাকী নর-নারী শিশুদেরকে দাস করে দেশে দেশে বেচে দিল রোম। তাতেও কার্থজের শাস্তি শেষ হোলনা ! সমগ্র কার্থজকে চষে ফেলে রোম তার বুকে ফসল বুনে দিল, আর দামামা বাজিয়ে দিকে দিকে ঘোষণা করল, রোম অজেয়, অপরাজেয়, সভ্যতার স্রষ্টা, বিশ্বমানবের ভাগ্য-বিধাতা রোম !

ক্লিওপেত্রা। সে রোম আর নেই। আর এ-সীজারও ছিলেন না সেই রোমের অধিনায়ক।

[আবার দামামা বাজিল। কনষ্টানটাইন দি গ্রেট প্রবেশ করিল।]

কনস্তান্তিন। সকল সম্রাটদের হয়ে, সীজারদের হয়ে, রোমের পাশবিকতার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিছি আমি, ক্রাইষ্ট জেসাসের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে।

সীজার। কে তুমি !

কনস্তান্তিন। ক্রাইষ্টের সেবক, কনস্তান্তিন।

ক্লিওপেত্রা। জুলিয়াস সীজারকে চেন না, কনস্তান্তিন ?

কনস্তান্তিন। সূর্য্য অস্তমিত হলেই কি লোকে তাকে ভুলে যায় ?

ক্লিওপেত্রা। তিনি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে।

কনস্তান্তিন। হেইল সীজার !

সুপ্রভা। আপনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন ?

কনস্তান্তিন। খৃষ্টের বাণীতে শান্তি পেয়েছিলাম। জেনেছিলাম, রোমও শান্তি পাবে।

সুপ্রভা। পেয়েছিল ?

কনস্তান্তিন। আমার সময়কার রোমানরা পেয়েছিল।

সুপ্রভা। আর রোম সাম্রাজ্য ?

কনস্তান্তিন। চার্চ্চের হাতে তুলে দিলাম।

সীজার। রোম সাম্রাজ্য তুমি দিয়ে দিলে, কনস্তান্তিন !

কনস্তান্তিন। না দিলেও রাখতে পারতাম না, সীজার।

সীজার। কেন ?

কনস্তান্তিন। বিদ্রোহ করত।

সীজার। কে বিদ্রোহ করত ?

কনস্তান্তিন। একা কেউ নয়, সমগ্র দাসরা, অনেক সিটিজেনরা।

সীজার। দাসরা বিদ্রোহ করবার শক্তি পেত কোথায় ?

কনস্তান্তিন। শক্তি তারা পেয়েছিল, সীজার। পেয়েছিল ক্রাইষ্টের বাণী থেকে।

সীজার। আর সিটিজেনরা ? তারা কেন বিদ্রোহ করত ? তারাও কি ওই ক্রাইষ্টের বাণী গ্রহণ করেছিল ?

কনস্তান্তিন। কেউ কেউ হয়ত ভোগে ক্লান্ত হয়ে তা করেছিল। কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাধ্য হয়েই তারা দাসদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল।

সীজার। বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছিল দাসদের নেতৃত্ব !

কনস্তান্তিন। না নিয়ে কি উপায় ছিল সীজার ? সিটিজেনরা যে বংশানুক্রমে দাসদের ওপর সংসারের সব কাজ ছেড়ে দিয়ে একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে গিয়েছিল।

সীজার। হায় রোম।

হ্যানিবল। দাসরা তাহলে কার্থেজের প্রতিশোধ নিয়েছিল !

ক্লিওপেত্রা। তবে এখন সীজারের হাতে হাত রাখ, হ্যানিবল।

[হ্যানিবল হাত বাড়াইয়া দিল, সীজার পিছনে সরিয়া গেল। তারপর কহিল]

সীজার। কিন্তু ক্লিওপেত্রা, রোম সাম্রাজ্যই যে রইলনা!

হ্যানিবল। কার্থেজকে লোপ করে দিয়েছিল রোম।

কনস্তান্তিন। রোম লোপ পায়নি, সীজার। ল্যাটিন ক্রিশ্চিয়ানিটি, ল্যাটিন চার্চ্চ, ল্যাটিন ভাষা ইউরোপ গ্রহণ করেছিল।

সুপ্রভা। আর ল্যাটিন সাম্রাজ্যবাদ?

কনস্তান্তিন। রূপান্তরিত হয়েছিল. হোলি রোমান-এম্পায়ারে।

সীজার। কিন্তু তোমার ক্রাইষ্ট নাকি সাম্রাজ্য-বিরোধী ছিল, কনস্তান্তিন?

কনস্তান্তিন। তিনি তাই-ই ছিলেন। কিন্তু তাঁর বাণীকে রূপ দেবার জন্যে চার্চ্চ করতে হোলো, আর চার্চ্চকে জাঁকালো করে তোলবার জন্য…

সুপ্রভা। সাম্রাজ্যকে জাঁকিয়ে তুলতে গেলো?

কনস্তান্তিন। কিন্তু সে সাম্রাজ্যকেও করা হোলো হোলি। সম্রাটরা রইল, কিন্তু সব শক্তি দেওয়া হোলে চার্চ্চকে। আব সকল শক্তির মূলাধার হয়ে রইলেন পোপ, দি হোলিয়েষ্ট অব দি হোলিজ!

সীজার। রোমান বীরত্ব রইল না, দিকে দিকে অভিযান রইল না, জয়ের আনন্দ রইলনা, কী আর তবে রইল রোমের!

সুপ্রভা। সবই রইল সীজার। শুধু মন্ত্র পড়ে আর জর্দ্দনের জল ছিটিয়ে সব কিছু হোলি করে নেওয়া হতে লাগল।

সীজার। খুবই যুদ্ধ হতে লাগল?

কনস্তান্তিন। তা লাগল বৈ কি!

সুপ্রভা। লাগল বলে লাগল! থার্ম্মোপলির মতো যুদ্ধও নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে উঠল। পিউনিক যুদ্ধও ক্ষণস্থায়ী প্রমাণিত হোলো।

সীজার। আর বীরত্ব?

কনস্তান্তিন। রাজা-রাজড়া, সৈন্যসামন্তদের ত কথাই নেই, চটের পোষাক-পরা উপোসী-পুরুতরাও আগুনে হাত বাড়িয়ে সত্য-বিশ্বাসের পরিচয় দিত। চোখের পাতাটিও তাদের নড়তনা।

কনস্তান্তিন। একটা শ্রেণীই গড়ে উঠল হাতের তালুতে প্রাণ নিয়ে নারীর মর্যাদা রাখবার জন্যে।

সদানন্দ। যে প্রাণ হাতের মুঠোয় করে ধরা যায়, সে আবার প্রাণ নাকি! সে ত কেবল অভিনয়ের সময় হাত-তালি নেবার জন্য অভিনেতৃরাই করে থাকে, দেখিছি।

ক্লিওপেত্রা। চমৎকার! চমৎকার বলেছ তুমি! আমার কাছে এস। তোমার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হবে!

সদানন্দ। হ্যানিবল রাগ করবেন না ত!

ক্লিওপেত্রা। না, না। রাগ করবে হ্যানিবল?

হ্যানিবল। ওর ওপর রাগ করব কেন? ও ত রোমান নয়।

[সদানন্দ মঞ্চের অন্যদিকে গিয়া হ্যানিবল আর ক্লিওপেত্রার কাছে দাঁড়াইল]

সীজার। রোম তাহলে নব রূপ ধরে বেঁচেই রইল?

কনস্তান্তিন। ওই জন্যইত রোমকে আমি খৃষ্টের চরণে নিবেদন করেছিলাম।

সুপ্রভা। আমি যেমন নিবেদন করলাম আমার ওই বন্ধুকে নীলনন্দিনীর নলিন-চরণে।

সদানন্দ। এ তুমি কি বলছ!!

সুপ্রভা। বলছি ওঁদেরকে, তোমাকে নয়।

ক্লিওপেত্রা। মুখ ভারি করলে কেন! ও-মুখ নাড়ায় এ-মুখ ত ভারি

হবার কথা নয়। স্তাখ হ্যানিবল, বিংশ শতাব্দীর প্রেম কী ঠুনকো, স্তাখ।

হ্যানিবল। আমি হলে ওই মেয়েটিকে আরো রাগিয়ে দিয়ে আরো চোখা-চোখা বুলি শুনতাম, চোখা-চোখা বাণের মতো বিঁধে আমাকে আনন্দ দিত।

সুপ্রভা। হ্যানিবল খৃষ্ট জন্মাবার আগেই খৃষ্টের নীতি পালন করত একগালে চড় খেয়ে আর এক গাল বাড়িয়ে দিয়ে। আব আপনি কনস্তান্তিন, আপনি কি খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ কবেও তাঁব নীতি সত্যি-সত্যিই বিশ্বাস করতেন ?

কনস্তান্তিন। রোম আর আমি, দুই-ই তখন মৃত্যুর মুখোমুখি, বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে দ্বন্দ্বের অবসর তখন কোথায় ?

ক্লিওপেত্রা। আমি আর এই ভারতীয় তরুণও মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে। কেবল হ্যানিবল কাছে রয়েছে বলে দ্বন্দ্বের মীমাংসা কবতে পারছিনা !

সুপ্রভা। ও কিন্তু আন্তনি নয়, নীল-নলিনী।

সীজার। আমার মতো সীজার কেউ হোলো রোমান-ক্রিশ্চিয়ানদের মাঝে ?

কনস্তান্তিন। হোলো বৈ কি ! সীজারও হোলো, ট্রায়ামভিরও গেলো, অলিভ-পাতা মুকুটে সেঁটেও দিল।

সদানন্দ। রোমান অ-রোমান দুই জাতেরই ক্রিশ্চিয়ানরা ; অনেকটা এই কার্থেজিয়ান আর ইণ্ডিয়ান যেমন নীলপদ্মের মুকুট পরবার স্বপ্ন দেখছে।

ক্লিওপেত্রা। কার স্বপ্ন সার্থক হবে বিচার করে বলত, তুমি ?

সীজার। ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। রোমান বিচার তার নিরপেক্ষতা হারালোনা ত !

কনস্তান্তিন। রোমান আইনই ত চালু হোলো?

সুপ্রভা। সর্ব্বত্র,সীজার। দুই-আমেরিকায, বিশাল এই আফ্রিকায, মহান এসিয়ায! সাম্রাজ্য, কলোনি, শাসন, শোষণ, রোমের সকল সুবিচার।

সীজার। ক্রাইষ্ট তাহলে কিছুই করতে পারলেন না।

সুপ্রভা। ক্রাইষ্ট যা পারলেন না, ক্রিশ্চিয়ানরা তা করল।

সীজার। কি করল তারা?

হ্যানিবল। আমি জানি সীজার, কী তারা করল। মরবার পর অনেক দিন এসিয়ায ঘুরে বেড়িয়েছি। আমি দেখেছি ক্রিশ্চিয়ানরা আগে আগে চলেছে ক্রস বুকে নিয়ে, আর তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছে সঙ্গীন উঁচিয়ে সৈনিকরা, তাদের চলবার পথ রক্তাক্ত করে।

ক্লিওপেত্রা। আফ্রিকাতেও তাই দেখেছি আমি। হ্যানিবলও দেখেছে।

সদানন্দ। আমেরিকার, বিশেষ করে, দক্ষিণ আমেরিকার, কেউ এখানে থাকলে ওই কথাই বলত।

সীজার। রোম ক্রিশ্চিয়ান হয়েও তাহলে অজেয়, অপরাজেয়ই, রইল?

সুপ্রভা। না সীজার, ক্রিশ্চিয়ানিটিই রোমকে অবলম্বন করে ইম্পিরিয়াল হোলো।

[সেন্টপল প্রবেশ করিলেন।]

সেইন্ট পল। না, মা, না, তুমি বড় ভুল কথা বল্লে, মা।

সুপ্রভা। ভুল বল্লাম?

সেইন্ট পল। ভুলই বল্লে। ক্রিশ্চিয়ানিটি একমাত্র ক্রাইষ্টকে অবলম্বন করেই বড় হয়েছে।

সীজার। তুমি কেহে বাপু, রোমের দাম দিতে কার্পণ্য কর।

সেইণ্ট পল। নাম আমার যখন ছিল, তখন সবাই আমাকে সাউল বলে ডাকত। যখন ক্রাইষ্টের সেবক হলাম, তখন নাম ধাম সবই লোপ পেল। পথে পথে, শহরে-শহরে, গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বেড়াতাম তাঁরই বাণী কণ্ঠে নিযে। কিছুদিন পরে শুনলাম, যে-আমি একদিন সাউল ছিলাম, সে হযেছে পল্ ; ক্রমশ লোকে বলতে লাগল সেইণ্ট পল।

কনস্তান্তিন। আমি কে জান ?

সেইণ্ট পল। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই জানি না আমি।

সীজার। তিনি কে ?

সেইণ্ট পল। ক্রাইষ্ট লর্ড জেসাস। জনগণের জন্য যিনি জীবন দিযে-ছিলেন। জনগণকে স্বর্গরাজ্যের হদিস দেবার জন্য সমাধিতেই যিনি নবজীবন নিয়েছিলেন।

সীজার। নবজীবন পেয়ে তিনি কি বলেছিলেন ?

সেইণ্ট পল। বলেছিলেন, মানুষ ভগবানের সন্তান ; বলেছিলেন, তিনি নিজেও তাই ; বলেছিলেন, মানুষের জন্য স্বর্গের দুয়ার খোলা আছে, বলেছিলেন, মানুষ অন্তরে-বাহিরে যেদিন অমল হবে, সেদিন সে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হবে।

সুপ্রভা। ও-সবই ত পুরোণো কথা, সেইণ্ট।

সেইণ্ট পল। তুমি ভারত-তনয়া, তোমার ও-কথা শোনা আছে। অমৃতের পুত্র মানুষ, এ অভিজ্ঞতা বংশানুক্রমে তোমাদের চেতনায় সঞ্চারিত হয়েছে ; চিত্তশুদ্ধির তত্ত্বও তোমাদের অজানা থাকবার কথা নয় ; ষড়রিপু জয়ের ফলে চিত্ত যখন শুদ্ধ হবে, সহস্রদল-পদ্ম তখন বিকশিত হয়ে অন্তরলোক এমন সুষমায় ভরে দেবে যে, মানুষ ভগবানে রূপান্তরিত

হবে, স্রষ্টা, সৃষ্ট আর সৃষ্টি একই রূপ পাবে। চরাচর তখন হবে ওই আকাশের মত নির্ম্মল, ওই তারার মত উজ্জ্বল, ওই শুদ্ধ প্রকৃতির মতো শান্ত। তোমাদেরই পূর্ব্বপুরুষদের কথা!

সদানন্দ। আমরা ওসব মানি না।

সেইণ্ট পল। মন যখন শুদ্ধ হবে, তখন মানবে।

সুপ্রভা। আমরা মানুষের মন থেকে ও-সব চিন্তার মূল উপড়ে ফেলে দিতে চাই।

সেইণ্ট পল। চাইলেই কি পারবে, মা?

সুপ্রভা। শক্তি অর্জ্জন করলেই পারব।

সেইণ্ট পল। ক্রাইষ্ট ত সেই শক্তিই মানুষে-মানুষে জাগাতে চেয়েছিলেন।

সুপ্রভা। সে শক্তি নয়। সে শক্তি যে ব্যর্থ, তা প্রমাণিত হয়েছে। আমরা চাইছি পার্থিব শক্তি।

সেইণ্ট পল। তার অভাব এই সীজারের, এই হ্যানিবলের, ছিলনা। তবুও অতৃপ্ত বাসনা-কামনা নিয়ে এরা ঘুরেই বেড়াচ্ছে।

হ্যানিবল। আমি বিচার চাইছি রোমের অবিচারের।

সেইণ্ট পল। অথচ নিজেই রোমের প্রতি সেই অবিচার করেছ, যার বিচার তুমি চাইছ।

সীজার। হ্যানিবল মনে করে ওর রোম-আক্রমণ ন্যায়-সঙ্গত ছিল, আর অন্যায় করেছিল কেবল রোম।

হ্যানিবল। সীজারও মনে করেন ব্রুটাস ওঁকে হত্যা করে অন্যায় করেছিল, আর পম্পিকে হত্যা করিয়ে উনি দিয়েছেন ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা।

সদানন্দ। **Dog eats dog!**

সেইণ্ট পল। যে পার্থিব শক্তির ওপর তোমার একমাত্র ভরসা মা, তা মানুষকে এই হ্যানিবলের, এই সীজারের, চেযে এগিয়ে নিতে পারেনি বলেই ক্রাইষ্টের আবির্ভাব অপরিহার্য্য হয়েছিল।

সুপ্রভা। ওঁদের ওই শক্তির বিরুদ্ধেও আমাদের প্রতিবাদ।

ক্লিওপেত্রা। আমার শক্তির সাধনা করচ, তাই বল ভারত-নন্দিনী! সেইণ্ট পল পরখ করতে চান কিনা দেখি।

সেইণ্ট পল। তোমার শক্তি কে পরখ করবে, কিওপেত্রা! তোমার যে চিত্তশুদ্ধি শুরু হয়েছে!

ক্লিওপেত্রা। চিত্তশুদ্ধি! আমার?

সেইণ্ট পল। নইলে হ্যানিবল-সীজারেব মৈত্রীর জন্য তুমি এত ব্যাকুল হবে কেন?

ক্লিওপেত্রা। ওইটুকুই শুধু দেখলে, সেইণ্ট!

সেইণ্ট পল। আরো দেখেছি নীল-নন্দিনী। তোমার সারা মন আজও চাইছে পরিপূর্ণ মানুষ। তোমার ওই কামনা থেকেই মিশরের মানুষ আজ পূর্ণতার সন্ধান চাইছে। দামিনীতে কামিনী থাকলেই দামিনী কামিনী হয় না।

ক্লিওপেত্রা। কিন্তু তোমার ক্রাইষ্ট, সেইণ্টপল, তোমার ক্রাইষ্ট কি কামিনীর ছায়াও স্পর্শ করতে নিষেধ করেন নি?

সেইণ্ট পল। নারীকে তিনি দ্বিচারিণী. ব্যভিচারিণী, হতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু তাদেরকে অনন্ত-নরকে ফেলে রাখতে চাননি, দামিনীই করতে চেয়েছেন, যাতে কবে একদিন সেই ক্ষণপ্রভারা স্থিরপ্রভা হতে পারে।

কনস্তান্তিন। আর আমি, সেইণ্ট পল, আমি যে পথচারী ক্রিশ্চিয়ানিটিকে সাম্রাজ্য দিলাম, সম্পদ দিলাম, আমার শক্তিকে কি

একটিবারও তুমি স্বীকৃতি দেবে না এদের সাম্নে? আমাকে বলবার কোন কথাই কি নেই তোমার?

সেইণ্ট পল। তোমাকে! সম্রাট, তোমাকে ক্রাইষ্টের এই কথাটিই শুধু শুনিয়ে রাখি,—It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich-man to enter into the kingdom of Heaven

সুপ্রভা। চুলোয় যাক সীজার, হ্যানিবল, কনস্তান্তিনের শক্তির কথা।

সেইণ্ট পল। চুলোয় যাবার নয় বলেই ত হাজার হাজার বছর পরেও ওদের শক্তি পরখের বিষয় হয়ে রয়েছে।

সদানন্দ। ও শক্তি আমরা চাই না, ওর ধ্বংসাবশেষ যা যেখানে রয়েছে, গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে চাই, আমরা।

সেইণ্ট পল। আবারও জিজ্ঞাসা করি, চাইলেই কি পাবা যায়?

সুপ্রভা। দেখুন সেইণ্ট, আপনাদের এই ধরণের বুলি আমাদের অনেক শোনা আছে। আগে আমরা ও-থেকে গভীর অর্থ বার করবার জন্য হাস্যকর গাম্ভীর্য্য আর লজ্জাজনক ধৈর্য্য নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতাম।

সেইণ্ট পল। আর এখন?

সুপ্রভা। এখন বুঝিছি রিয়ালিটিকে এড়িয়ে যাবার ও হচ্ছে রীতিমত রিএ্যাকশনারি একটা ট্যাকটিকস্।

সেইণ্ট পল। এখন তাহলে তোমরা কোন শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে চাও?

সুপ্রভা। জনশক্তিকে।

সেইণ্ট পল। ক্রাইষ্টও তাই চেয়েছিলেন।

সীজার। যত গোলমালের মূল দেখা যাচ্ছে এই ক্রিশ্চিয়ানিটি। আর তার জন্য দায়ী তুমি, তুমি কনস্তান্তিন। তুমিই খাল কেটে কুমীর আনলে! তোমাকে হত্যা করলে যদি

ক্রিশ্চিয়ানিটির মূলোচ্ছেদ হোতো, তোমাকে আমি হত্যাই করতাম।

ক্লিওপেত্রা। একবার যে হত হয়, তাকে ফিরে আর হত্যা করা যায় না, সীজার।

সদানন্দ। ঠিক বলেছেন ক্লিওপেত্রা। ভূতগুলোর তাই অত স্পর্দ্ধা! যখন তখন ঘাড়ে চাপে।

সুপ্রভা। হ্যাঁ, সেই ঘাড়ে, যে-ঘাড় ভূত বইতে পারলেই ধন্য হয়!

ক্লিওপেত্রা। আর ভূতও ধন্য হয় ভর করবার মতো ঘাড় পেলে!

সুপ্রভা। তাইত ভূতগুলো শুধু ঘাড়ে ভরই করে না, ঘাড ভাঙ্গেও। সবই আমাদের ব্যর্থ করে দিতে হবে। সব, সব, সব।

ক্লিওপেত্রা। কিন্তু তোমাদের ওই সেক্সপীয়ার ভূতগুলোর স্পর্দ্ধা বড বাড়িয়ে দিয়েছে তার নানা নাটকে। তাদেরই সে হীরো করে নাটক লিখেছে, যারা যুক্তির আলো জ্বেলে পথ দেখতে পারেনি, পথ বেছে নিয়েছে ভূতের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে। এমন কি যে জুলিয়াস সীজারকে সে অমর করতে চেয়েছে, তাকেও ভূত বানিয়েছে।

সীজার। কি বল্লে, ক্লিওপেত্রা! আমাকেও ভূত বানিয়েছে?

ক্লিওপেত্রা। হ্যাঁ, সীজার, তোমাকেও! আর সে ভূতকে হ্যামলেটের বাপের ভূতের মতো শান্ত-শিষ্ট করেনি, ব্যাঙ্কোর ভূতের মতোই বীভৎস করেছে।

সীজার। আমাকে বীভৎস করেছে! কী করেছে, বলত?

ক্লিওপেত্রা। ব্রুটাস তোমাকে দেখে বলেছে monstrous, কিম্ভূত-কিমাকার। জিজ্ঞাসা করেছে তোমার সেই মূর্ত্তিকে :

Art thou anything ?
Art thou some god, some angel or some devil,
That makes my blood c ld and my hair to stare ?

সীজার। আমি monster ! আমি devil ! আমার মুখের ওপর ওই কথা বলবে, ব্রুটাস ! বলত যদি, সে কি বেঁচে থাকতে পারত আমাকে হত্যা করবার জন্য ? আমিই তাকে আগে-ভাগে হত্যা করতাম না !

ক্লিওপেত্রা। তাইত তুমি বেঁচে থাকতে ব্রুটাসকে দিয়ে ও-কথা বলায়নি, সেক্সপীয়ার !

সীজার। তবে কখন বলিয়েছে !

ক্লিওপেত্রা। বলিয়েছে ফিলিপ্পির পথে, তাঁবুতে, বৃশ্চিকার বৃশ্চিক-দংশনে ব্রুটাস যখন ছটফট করছিল, তখন।

সীজার। আমাকে দিয়ে কী বলিয়েছে ?

ক্লিওপেত্রা। সে জিজ্ঞাসা করল, বল তুমি কী ! তুমি বল্লে, তোমার কুগ্রহ, ব্রুটাস !

সীজার। এটা কিন্তু মন্দ বলায়নি ! অন্তর দেখতে পারে ওই নাট্যকার সেক্সপীয়ার ! তারপর ক্লিওপেত্রা, তারপর ?

ক্লিওপেত্রা। সে জিজ্ঞাসা করলে, কেন এসেছ তুমি ?

সীজার। আর আমি ! আমি কি বল্লাম ?

ক্লিওপেত্রা। ফিলিপ্পিতে দেখা হবে সেই কথাই বলতে এলাম, শোনালে তুমি।

সীজার। সে ?

ক্লিওপেত্রা। সে বল্লে,সুসংবাদ! আবার তাহলে দেখতে পাব তোমাকে ? তুমি বল্লে, হ্যাঁ, ফিলিপ্পিতে। ভাল, ফিলিপ্পিতেই তবে তোমাকে দেখব আবার, বল্লে সে।

সীজার। ফিলিপ্পিতেও আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল নাকি!

ক্লিওপেত্রা। না। তবে তলোয়ারের ওপর ব্রুটাস যখন ঝাঁপ খেয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল, তখন তার শেষ প্রশ্বাসে ধ্বনিত হোলো—এবার শান্ত হও, সীজার!

[সীজার হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

ও কি! অমন করে হাসছ কেন, সীজার? নাটকখানি কমেডি নয়, ট্র্যাজেডি! ওদের বিচারে শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি।

সীজার। হুঁ। জানলে ক্লিওপেত্রা, তোমার ওই সেক্সপীয়ার দরদী নাট্যকার ছিল। অবশ্য কিছুটা অনুকরণপ্রিয়ও ছিল।

সুপ্রভা। যাঁর নাটক পড়েননি, তাঁর সম্বন্ধে ও-মন্তব্য করবার কোন অধিকার আপনার নেই, সীজার!

সীজার। ভাখ, পড়া চোখের কাজ, আর বোঝা মনের, যেমন শোনা কানের কাজ, অথচ বোঝা সেই মনেরই। তাই পড়ার আর শোনার চেয়ে বড় কথা বোঝা। আর সব চেয়ে বড় কথা মনের বোঝবার শক্তি। সেই শক্তি আমার আছে বলেই আমি বুঝিছি, ব্রুটাসকে হত্যা করতে নাট্যকারের মন আদৌ সায় দিচ্ছিল না। তাই বলি, সে দরদী। কিন্তু যে-হেতু রোমের অনুকরণ না করলে বড় হওয়া যাবে না, সেই হেতু সুবিচার দেখাবার জন্যে ব্রুটাসকে সে বেঁচে থাকতে দিলে না। Poetic Justice! অথচ মারবার দায়িত্ব নিজেও সে নিতে পারল না। তাই গ্রীক-ডেষ্টিনির সহায়তা চাইল সে। ডেষ্টিনি কি, তা আবার তার জানা ছিল না; ভাবল, ডেষ্টিনি বস্তুটি ভূতের মতোই কিছু হবে! সে চাইছিল আমাকেই

হীরো করতে। কিন্তু আমাকে ভূত বানিয়ে ব্রুটাসকে দিয়ে সে অনুতাপ করালো, আত্মত্যাগ করালো। ক্রিশ্চিয়ানদের মতে ব্রুটাসের জন্যে স্বর্গের দুয়ার খুলে গেল। আর তার নিজের এই অত-সাধের হীরোটিকে কি করল ?

ক্লিওপেত্রা। তার ওপর কৃষ্ণ-যবনিকা ফেলে দিল আন্তনিকে দিয়ে এই স্বস্তি-বাচন শুনিয়ে—I come to bury Cæsar and not to praise him !

সীজার। কিন্তু তবুও বলব, ওই সেক্সপীয়ার সত্যদ্রষ্টা ছিল। সে দেখেছিল ভূতের ভর হলে মানুষ বিবেক বুদ্ধি বিচার সব জলাঞ্জলি দেয়।

সুপ্রভা। ক্রিশ্চিয়ান পাওয়াররা তাই দিয়েছে।

সেইণ্ট পল। ক্রিশ্চিয়ান পাওয়ারদের সমর্থন করবার জন্য বলছি না, মা, শুধু জানতে চাইছি তাদের সম্বন্ধে সব-কথা কি তোমার জানা আছে?

সুপ্রভা। সব কথা জানবার দরকার আমাদের ?

ক্লিওপেত্রা। না ভাই সূর্য্যমুখী, সব কথা না জানলে কিছুই যে জানা হয় না।

সেইণ্ট পল। যতটুকু জানা যায়, তাও নির্ভুল হয় না।

সুপ্রভা। ভুল আপনি দেখিয়ে দিন, সেইণ্ট। আমি যা জানি তাই বলি। এই আফ্রিকায়, আমাদের এসিয়ায়, ছলে বলে কৌশলে ক্রিশ্চিয়ান পাওয়াররা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল। এই আফ্রিকার অধিবাসীদেরকে দলে দলে বেঁধে নিয়ে গিয়ে দাস করে বেচে দিল আমেরিকায়। এসিয়ার অধিবাসীদের অনেককেও তাই করল। আমারই

বাংলাদেশে পর্ত্তুগীজ জল-দস্যুরা মাঝে-মাঝে হানা দিত, ডাকাতি করত, লুঠ করত, মেয়ে-পুরুষদের ছাগল-গরু-ভেড়ার মতো বেঁধে নিয়ে বেচে দিত সুমাত্রায়-জাভায়-মরিসাসে। যারা এই দাস-ব্যবসা করত, তারাও ক্রিশ্চিয়ান ছিল, আর আমেরিকার এসিয়ার যে-সব প্ল্যাণ্টার দাস কিনত, তারাও ক্রিশ্চিয়ান ছিল। ভুল আছে এতে কিছু?

সেইণ্ট পল। না, মা।

সদানন্দ। আমাদের দেশের তাঁতীদের কাছ থেকে সস্তায় সুতো নেবার জন্য নানা ক্রিশ্চিয়ান ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী যে অত্যাচার উৎপীড়ণ করত, তাতে অতিষ্ঠ হয়ে আমাদের তাঁতীরা তাদের হাতের বুড়ো আঙুল কেটে ফেলে নিজে-দেরকে অকর্ম্মণ্য করে অনাহারে থাকত। শুনেছেন এমন কথা?

সেইণ্ট পল। শুনেছি।

সুপ্রভা। আমাদের দেশের নীল-চাষীদের ওপরও ওই জুলুম জবরদস্তি চল্‌তো তাদের ঘরের বউদেরও নিরাপদ রাখা যেতনা কামুক প্ল্যাণ্টার্সদের লালসা থেকে। সে-কথা জানেন সেইণ্ট?

সেইণ্ট পল। জানি।

সদানন্দ। আমাদের দেশের ছোট-বড় রাজা-রাজড়াদের সম্পত্তি যে-কোন ছল-ছুতো করে বাজেয়াপ্ত করা হোতো,স্বৈরাচারী আইন করে ব্রিটিশ-রাজত্বে খাস করে নেওয়া হোতো। তার কোন খবর রাখেন?

সেইণ্ট পল। রাখি।

সুপ্রভা। আমাদের দেশের লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহ করে, যাকে বলা হয় সীপাহি-বিদ্রোহ। বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার নাম করে ব্রিটিশ-সৈনিকরা গাঁয়ে-গাঁয়ে ঢুকে নিরীহ নিরাপরাধ চাষী-মজুরদেরকে গুলি করে মেরে পথের পাশে গাছে-গাছে ঝুলিয়ে দিত, প্রতিদিন গাড়ী-গাড়ী মৃতদেহ নিয়ে আসত মফঃস্বল থেকে সদরে। তার মর্ম্মন্তুদ বিবরণ পড়েছেন, সেইণ্ট ?

সেইণ্ট পল। পড়িছি।

সদানন্দ। আমাদের দেশের জালিনওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যা কাণ্ডের কথা, বিনা বিচারে আটক রাখবার কথা, নির্ব্বাসিত করবার কথা, জানা আছে আপনার ?

সেইণ্ট পল। আছে।

সুপ্রভা। এইবার ভুল দেখিয়ে দিন।

সেইণ্ট পল। কোন ভুল নেই, মা, তোমাদের বিবরণে। চোখে তোমরা কিছুই দেখনি। কিন্তু নির্ভুল পড়েছ ক্রিশ্চিয়ান লেখকদের বাস্তব মূল্যবান রচনা।

সুপ্রভা। ও সব কারা করেছিল, সেইণ্ট ?

সেইণ্ট পল। করেছিল বণিকরা, সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতৃরা।

সুপ্রভা। তারা ক্রিশ্চিয়ান ছিল কিনা ?

সেইণ্ট পল। ক্রাইষ্টের মতে নয়। তবুও যদি তুমি বল তারা নিজেদেরকে ক্রিশ্চিয়ান বলত, অনাচার করবার সময় ক্রাইষ্টের নাম মুখে নিয়েই তা করত, আমাকে মানতেই হবে তারা ক্রিশ্চিয়ান ছিল।

সুপ্রভা। তবে ?

সেইণ্ট পল। পৃথিবীতে ওই কটি লোকই কেবল ক্রিশ্চিয়ান ছিলনা। দাস-ব্যবসা মানুষত্বের যে অবমাননা করে, তা ক্রিশ্চিয়ান লেখিকাই সর্ব্বপ্রথমে বর্ণাঢ্য করে প্রকাশ করেন। ওই ব্যবসা বন্ধ করবার আন্দোলন যাঁরা করেন, তাঁরাও ক্রিশ্চিয়ানই ছিলেন। হেষ্টিংস-ক্লাইভের বিচার যাঁরা করেন, তাঁরাও ক্রিশ্চিয়ান। তোমাদের দেশের কোম্পানীর রাজ্য, আমেরিকার ব্রিটিশ কলোনি, যাঁরা অবাঞ্ছনীয় বলেছিলেন, তাঁরাও ক্রিশ্চিয়ান ছিলেন। পরবশতা থেকে তোমাদেরকে যাঁরা মুক্তি দিলেন তোমাদেরই সঙ্গে আলাপ-অলোচনা করে, তাঁরাও ক্রিশ্চিয়ান। স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার আছে, সাম্য-মৈত্রী-মানব-প্রীতি কথার কথা না রেখে সমাজ-জীবনে ফলিয়ে ধরতে হবে, মানুষকে সে কথা যাঁরা শুনিয়েছেন, তাঁদেরও অনেকেই ক্রিশ্চিয়ান ছিলেন।

সুপ্রভা। কিন্তু হোলো কি, সেইণ্ট! সুফল কিছু পাওয়া গেল কি?

সেইণ্ট পল। মন সাফ করে পৃথিবীর দিকে চেয়ে স্থাখ, মা, দেখবে এই মরু কাননের মতোই বিশ্ব-মরুর বুকে কত কানন ফুলে-ফলে-জলে সুজল-সুফল-শ্যামল হয়েছে।

সুপ্রভা। চেয়ে দেখেই ত বলছি, দেশের পর দেশ শ্মশান করেও ক্রিশ্চিয়ান পাওয়ারদের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার নিবৃত্তি হোলোনা! আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি সেইণ্ট, চেকোস্লো-ভাকিয়ার লিড্‌সি গ্রাম। প্রাগ থেকে কয়েক মাইল দূরে কয়েক শত কৃষক, খনি-মজুর, দোকানী, শিক্ষক-শিক্ষিকার পরিবার নিয়ে গড়ে ওঠা একটি শান্তির নীড় ছিল এই লিড্‌সি। চেকোস্লোভাকিয়া দখল করে নাৎসীরা একটি

ঘাটি স্থাপন করল সেই গাঁয়ে। একদিন আকাশ থেকে প্যারাস্থট করে নেমে এসে ছুটি সৈনিক, কোন্ দেশের তা কেউ জানেনা, নাৎসী-দলের ফুদে-ফুয়েরারটিকে হত্যা করে উধাও হোলো! ব্যস, আর যায় কোথায়! বাড়ী-বাড়ী খানাতল্লাস, জনে-জনে প্রশ্ন। গাঁয়ের লোকেরা কিছুই জানেনা, কিছুই বলতে পারেনা। একদিন নিশীথরাতে সারা গ্রামখানি ঘিরে ফেলা হোলো। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু সকলকে বিছানা থেকে টেনে তুলে বেঁধে নিয়ে চল্ল নাৎসীরা। স্ত্রীলোকদেরকে পৃথক করে দিল পুরুষদের কাছ থেকে। শিশুদেরকে ছিনিয়ে নিল মায়েদের বুক থেকে। স্ত্রীলোকদেরকে পাঠিয়ে দিল কন্‌সেন্‌ট্রেশন্ ক্যাম্পে। শিশুদেরকে বেচে দেবার জন্য পাঠিয়ে দিল নাৎসী-অধিকৃত নানা দেশে। যাদের খদ্দের জুটলনা, তাদেরকে গ্যাস-চেম্বারে পূরে মেরে ফেল্ল। আর পুরুষদেরকে, বালকদেরকে, মায় চার্চ্চের পুরোহিতকে, দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে একে-একে গুলি করে মেরে ফেলা হোলো! তারপর, গাঁয়ের বাড়ী, ঘর, চার্চ্চ, সবকিছু ডাইনামাইট দিয়ে ভেঙ্গে ফেল্ল তারা, চষে ফেল্ল সারা গ্রামখানি, কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে সেই শ্মশানকে ঘিরে রাখল নাৎসী ক্রিশ্চিয়ানদের দুর্ব্বার শক্তির নিদর্শন হিসেবে! খৃষ্ট জন্মাবার একশ ছেচল্লিশ বছর আগে প্যাগান-রোম কার্থেজে যা করেছিল, খৃষ্টের মৃত্যুর প্রায় সাড়ে উনিশ-শ' বছর পরে নাৎসীক্রিশ্চিয়ানরা ঠিক তাই-ই করল চেকোস্লোভাকিয়ার ওই লিড্‌সি গ্রামে!

সেইন্ট পল। তারপর, মা, বল, তারপর কী হোলো?

সুপ্রভা। তারপর চেক্‌রা নব-লিড্‌সি গড়ে তুল্ল, লিবারেশনের পর।

সেইণ্ট পল। লিড্‌সির মর্ম্মন্তুদ ঘটনার নিদারুণ স্মৃতি তোমাকে উতলা করেছে, তাই সংক্ষেপেই জবাব দিলে তুমি। কিন্তু যে ঘটনার তুমি বিবরণ দিলে, তারও চেয়ে স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে ওই লিড্‌সিকে অবলম্বন করে। আমি তা জানি।

সুপ্রভা। বলুন, যা জানেন আপনি!

সেইণ্ট পল। ক্রিশ্চিয়ান-অক্রিশ্চিয়ান যারাই এই বিবরণ শুনল, তারাই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করল Lidcie shall live! ধ্বনি উঠল ব্রিটেনে, ধ্বনি-উঠ্‌ল দুই-আমেরিকায়, ধ্বনি উঠল মিশরে, ধ্বনি উঠল পৃথিবীর নানা দেশে। নানা দেশ সহানুভূতি জানালো, পাঠালো প্রচুর অর্থ, জাগিয়ে তুল লিড্‌সি ফিরে গড়ে তোলবার উদ্দীপনা। নতুন লিড্‌সি একখানি পটে-আঁকা ছবির মতো ফুটে উঠেছে, দেখে এসেচ ত, মা?

সুপ্রভা। এসেছি। যেমন দেখে এসেছি মৃতদের পাইকারী-সমাধি!

সেইণ্ট পল। দেখে এসেছ সেই সমাধি-ক্ষেত্রের বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছে যে ক্রস্?

সুপ্রভা। এসেছি। নির্ম্মম পরিহাস বলেই তা আমার মনে হয়েছে!

সেইণ্ট পল। আর নানা-দেশ থেকে পাঠানো গোলাপের-চারা দিয়ে গড়ে তোলা সেই অপরূপ গুলবাগ দেখে এসেছ, বিশ্বে যার দ্বিতীয়টি আর নেই?

সুপ্রভা। এসেছি।

সেইণ্ট পল। দেখে এসেছ সেই জননীটিকে, যিনি স্বামী হারিয়ে, ভাই

হারিয়ে, সন্তানদের গ্যাস-চেম্বারে বিসর্জ্জন দিয়ে, কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্পের দুঃসহ যাতনা সহ্য করেও বেঁচে ছিলেন?

সুপ্রভা। এসেছি।

সেইন্ট পল। শুনে এসেচ তাঁর মুখ থেকে, মুক্তির পর যে-সঙ্কল্প নিয়ে লিড্‌সিতে তিনি ফিরে এসেছেন?

সুপ্রভা। এসেছি।

সেইন্ট পল। এঁদের বল, কি শুনে এসেছ!

সুপ্রভা। পৃথিবীর কোন দেশে, কোন কালে, কোন কারণে, আর যাতে না শিশু-হত্যা হয়, তারই জন্য জীবনের শেষ-দিন পর্য্যন্ত, বর্ত্তমানের সকল পিতা-মাতার কাছে তিনি আবেদন বয়ে-বয়ে ফিরবেন।

সেইন্ট পল। কারুর ওপর তাঁর বিদ্বেষের কোন পরিচয় পেলে?

সুপ্রভা। না।

সেইন্ট পল। শুনে এলে চেকোস্লোভাকিয়ায় যে, তারা জার্ম্মানীর পুনর্গঠন কামনা করে?

সুপ্রভা। শুনে এলাম।

সেইন্ট পল। এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেও কি তুমি বলতে পার, মা, যে, কার্থেজের পর মানুষের মনের কোন পরিবর্ত্তনই ঘটেনি?

সুপ্রভা। কিন্তু তারপর সেইন্ট, তারপরও যে-আগুন জ্বেলে তোলবার চেষ্টা করা হচ্ছে, তাতে করে কি ভাবা যায়, মানুষের খুবই পরিবর্ত্তন হয়েছে?

সেইন্ট পল। ভাবতে পারি, যখন দেখি লিড্‌সির, হিরোসিমার, নাগাসাকির নির্ম্মমতা বন্ধ করবার জন্য দেশে-দেশে দাবী মুখর হয়ে উঠেছে; যখন দেখি এসিয়ায় আফ্রিকায় সমগ্র আরব-

চক্রে নব-জাগরণ দেখা দিয়েছে; যখন দেখি তোমাদেব পঞ্চশীল সর্ব্বত্র স্বীকৃতি লাভ করছে। তবুও স্বীকার করি করি, মা, স্বীকার না করে পারি না যে, মানুষ জ্ঞানে বিজ্ঞানে, দর্শনে, শিল্পে, কাব্যে, সাহিত্যে এত সম্পন্ন হয়েও মনকে আজও সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত করতে পারেনি!

[কার্ল মার্ক্স প্রবেশ করিলেন।]

মার্ক্স। কেন পারেনি, বলুন ত সেইন্ট পল?

সীজার। তুমি কে এলে আবার!

মার্ক্স। মার্ক্স, কার্ল মার্ক্স।

সুপ্রভা। আপনি কার্ল মার্ক্স?

[মার্ক্স মাথা নাড়িলেন]

মার্ক্স। প্রশ্নের জবাব দিন, সেইন্ট পল। মানুষের দুর্গতি মানুষ কেন দূর করতে পারছে না?

সেইন্ট পল। মানুষ লোভ জয় করতে পারেনি বলে।

মার্ক্স। ও ত হোলো নেগেটিভ কথা। নিরন্ন, নিরাশ্রয়, শোষিত, উপেক্ষিতদের বাঁচবার কথা বলুন।

সেইন্ট পল। নিরন্ন কেন থাকবে মানুষ?

মার্ক্স। লোভিরা সব কেড়ে খায় বলে।

সেইন্ট পল। লোভ তারা জয় করুক, তাহলে কেড়ে খেতে ইচ্ছে করবেনা।

মার্ক্স। কেড়ে কেড়ে খেয়েই যে তাদের লোভ বেড়ে গেছে! আব কেড়ে যতদিন খেতে পারবে, লোভ তাদের বাড়বে ছাড়া কমবে না। আগে তাদের কেড়ে খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

সেইন্ট পল। বন্ধ করবে কে?

মার্ক্স। যাদের প্রাপ্য কেড়ে খাওয়া হয়, তারা।

সেইন্ট পল। তারা যে দুর্ব্বল।

মার্ক্স। সঙ্ঘবদ্ধ হলেই সবল হবে।

সেইণ্ট পল। সঙ্ঘবদ্ধ তারা হবে কেমন করে?

মার্ক্স। বাঁচবার ভিন্ন কোন উপায় নেই জেনে। সকলের সমবেত চেষ্টায় সকলের উন্নতি হবে। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা থাকবে না। প্রতিযোগিতা না থাকলে লোভ থাকবে না। লোভ না থাকলে ঈর্ষা থাকবেনা। ঈর্ষা না থাকলে দ্বন্দ্ব থাকবে না, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের হিত করতে চাইবে।

ক্লিওপেত্রা। হবেনা হবেনা, মার্ক্স মশাই, আপনার আকাশ-কুসুম মর্ত্যে ফুলের ফসল বুনে দেবেনা! মানুষের কল্পনা, কামনা, বাসনা, নীপাবের বাঁধ দিয়ে বাঁধা যাবে না।

[দূর হইতে খোল করতালের বাজনা ভাসিয়া আসিল, চৈতন্য মহাপ্রভু প্রবেশ করিলেন।]

সেইণ্ট পল। আপনি যে বিপ্লব চান, তা বৈষয়িক বিপ্লব, মানসিক বিপ্লব নয়। বিষয় নয়, মার্ক্স, মানুষ, মানুষ আর তার মনই হচ্ছে বড় কথা।

চৈতন্য। এহ বাহ্য, আগে কহ।

সেইণ্ট পল। কে আপনি?

চৈতন্য। নিমাই। লোকে বলে, চৈতন্য মহাপ্রভু।

সেইণ্ট পল। আপনি এসেই যে-কথা বল্লেন, তা বুঝতে পারলাম না।

চৈতন্য। যেতে যেতে শুনলাম তোমরা জ্ঞানের কথা কহছ। তাই তোমাদের মনে করিয়ে দিতে এলাম, জ্ঞানের ওপর বড় বেশি ভরসা রেখ না।

সীজার। শক্তির ওপর?

চৈতন্য। তাও না। অবশ্য শক্তি বলতে যদি বোঝ, মারামারি আর হানাহানি।

মার্ক্স। সাম্যের ওপর ?

চৈতন্য। সকলের মাথা কেটে সবাইকে যদি সমান করতে চাও, বলব, তাও না।

সেইণ্ট পল। ধর্ম্মের ওপর ?

চৈতন্য। মানব ধর্ম্মকে যদি না তা বিকশিত করে, বলব, তাও না।

সদানন্দ। বিজ্ঞানের ওপর ?

চৈতন্য। অজ্ঞান যদি তাকে আচ্ছন্ন রাখে, বলব, তাও না।

ক্লিওপেত্রা। প্রেমের ওপর ?

চৈতন্য। আমি জানি মা, মানুষের প্রেমের ওপর তোমার অনেক ভরসা ছিল। কিন্তু তোমার প্রেম কামকে অতিক্রম করতে পারেনি। তাই কামের আগুন তোমার অন্তরের প্রেমকে অবলম্বন করে জ্বলিবার হয়েছে। তুমি নিজেও পুড়েছ, তোমাকে যারা স্পর্শ করেছে, তাদেরকেও পুড়িয়েছে। ও-প্রেমের ওপর ভরসা করে মানুষ তোমার মতো, রোমিও-জুলিয়েতের মতো, বড় জোর, আত্মহত্যা করতে পারে, কিন্তু তার বেশি এগুতে পারে না। ও-প্রেমের ওপরও ভরসা রেখ না।

মার্ক্স। তবে কিসের ওপর ভরসা রাখবে মানুষ ?

চৈতন্য। নব-ন্যায়ের দেশে আমি জন্মেছিলাম, মার্ক্স। নৈয়ায়িক বলে খ্যাতিও কিছু অর্জ্জন করেছিলাম। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র আমাকে সীমা অতিক্রম করে ভূমার সন্ধান দিতে পারল না। আমি তাই পুঁথি ফেলে পথে পা বাড়ালাম। তোমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, ন্যায়, নীতি, সবই মানুষকে একটা গণ্ডীর

মাঝে পুরে রাখতে চায় বলেই ত দিকে দিকে এত অসন্তোষ! একজন মানুষ যখন সকল মানুষের কল্যাণ করবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে, তখনই সে হয় স্বৈরাচারী। স্তালিনের স্বৈরাচারের মূলে ছিল তাই।

মার্ক্স। এ ত আমারই কথা। আমিই ত বলি ব্যষ্টির নয়, সমষ্টির শক্তিই মানুষকে কল্যাণের পথে এগিয়ে নেবে।

চৈতন্য। কোন্ মানুষের সমষ্টি? যারা মানুষ হিসেবে পঙ্গু, সীমাবদ্ধ? যারা কথায় কথায় রেগে ওঠে? যারা নিজেদের মতলব সিদ্ধি না হলেই য়্যাটম বোমার হুমকি দেখায়? না, না, মহান মার্ক্স, সেই মানুষ, সেই সসীম মানুষের সমষ্টি, প্রলেটারিয়েটও, মানুষকে মুক্তি দিতে পারবে না।

মার্ক্স। আমি আশা করিনি যে মহাপ্রভুও আমাকে ভুল বুঝবেন। মানুষকে পশু হতে কোন দিনই আমি বলিনি; বলিনি, মানুষের পাশবিকতাই কেবল সত্য, তাই চিরকাল তাকে চোখের-বদলে-চোখ আর দাঁতের-বদলে-দাঁতই দাবী করতে হবে। আমি বলিছি জ্ঞান আর বিজ্ঞানের ভিত্তির ওপর রাষ্ট্র সমাজ প্রতিষ্ঠা পেলে মানুষ পশু থাকবে না; বলিছি, শত শাসন, অনুশাসন, উপদেশ, সত্ত্বেও ইতিহাস তার অনিবার্য্য দাবী পূর্ণ করিয়ে নেবে।

চৈতন্য। তাও পূর্ণ সত্য নয়।

মার্ক্স। পূর্ণ সত্য কি?

চৈতন্য। পূর্ণ সত্যের পরিচয় পেতে হলে মানুষকে ভাগবৎ-প্রেমের পরশ পেতে হবে। গৌতম মানুষকে বড় করবার চিন্তায় রাজ্য ছেড়ে এসেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধ হবার পর সর্ব্বাগ্রে সাহায্য চাইলেন সেই রাজাদেরই কাছে। বুদ্ধ

বৌদ্ধ ছিলেন না। কিন্তু রাজারা বৌদ্ধ হয়ে বুদ্ধকে পুতুল করে প্রতিষ্ঠা দিলেন। বুদ্ধ ভগবান মানতেন না। তিনি ছিলেন এই মার্ক্স-এর মতো মানুষের সংস্রব থেকে দূরে থেকে ন্যায় ও নীতি দিয়ে মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করায় বিশ্বাসী। কনফুসিয়াসও ছিলেন তাই। তাঁরা কেউ মানুষকে ভূমার সন্ধানী করেননি, মানুষকে নীতির নিগড়ে আবদ্ধ করেছেন। ভারত বুদ্ধের সত্যকে গ্রহণ করে বুদ্ধকে অবতার করে নিল। আবার অবতারের পুনরাবির্ভাবের উপর ভরসা রেখে সে যেমন কর্ম্ম ত্যাগ করল, তেমন পৌত্তলিকও হয়ে গেল। সারা পূর্ব-এশিয়াই তাই হোলো। তাইত শক, হূন, পাঠান, মুঘল, কেরেস্তান, যুগে যুগে পূব-এশিয়ায় হানা দিয়ে সহজেই সাম্রাজ্য স্থাপন করতে, কলোনি গড়ে তুলতে, অবাধ শোষণ চালু রাখতে সক্ষম হোলো।

সীজার। আজকার কথা বল, মহাপ্রভু, আজকার কথা বল।

চৈতন্য। আজও হিন্দু, বৌদ্ধ, ক্রিশ্চিয়ান, ডেমোক্রেটিক, টোটালেটেরিয়ান সকল রাষ্ট্রই পৌত্তলিকতার মোহে আত্মহারা। এক ডজন রাষ্ট্রনায়ক আর দলপতি অবিরত চেষ্টা করছেন বিশ্বশুদ্ধ মানুষকে ধাধাঁয় ফেলে, বাক্যের চমক লাগিয়ে নিজেদের নীতিকে চালু রাখতে। তাঁরাই আজকার বিগ্রহ! সাধারন মানুষ তাঁদেরই জয়নাদ তুলছে, আর ক্ষীণকণ্ঠে আবেদন জানাচ্ছে, শান্তি দাও, স্বস্তি দাও, বস্ত্র দাও, আশ্রয় দাও, দাও দুবেলা পেট ভরে খাবার মতো অন্ন! নায়কদের কারু হাতে য়্যাটম-বোমা, কারু পেছনে ব্রুট-মেজরিটি, কারু করে দণ্ড-পুরস্কার, বর আর অভয়! সকলেরই কণ্ঠে কিন্তু একটি মাত্র নির্দ্দেশ:

ঠ্যাস, ঠ্যাল, পাঁজরা-বার-করা বুক দিয়ে সবলে ঠেলে চল রাষ্ট্রের রথ! প্রশ্ন করোনা, বিচার কোরোনা, শুধু হুকুম তামিল কর। তাঁদের হাতে য়্যাটম-বোমা, কণ্ঠে শান্তির বুলি, মনে অপ্রতিদ্বন্দ্বি থাকবার দুর্জ্জয় লোভ!

সীজার। অরে! আরে! এরাই ত সীজার। বলনা ছোকরা বলনা কনস্তান্তিন, সীজার জিন্দাবাদ!

সদানন্দ।
কনস্তান্তিন। } সীজার জিন্দাবাদ!

সীজার। আমি বেঁচে আছি, ক্লিওপেত্রা! তুমি সত্য কথাই বলেছিলে, আমি বেঁচেই আছি। তোমার ক্রাইষ্টের মতোই আমি বেঁচে উঠেছি, সেইণ্ট পল! আমি বেঁচে উঠেছি, হ্যানিবল! তুমিও বেঁচে উঠবে। আবার আমরা যুদ্ধ করব, আবার আমরা দিগ্বিজয়ে বার হব, আবার আমরা সাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হব। বল হ্যানিবল, বল ক্লিওপেত্রা, তুমিও বল মার্ক্স, সীজার জিন্দাবাদ! সীজার জিন্দাবাদ!

[তাহার কথা শেষ হইবার আগেই সাইরেণ বাজিল, এরোপ্লেনের শব্দ হইল, সার্চ্চলাইট অন্ধকার আকাশ সন্ধান করিতে লাগিল। ক্লিওপেত্রা চীৎকার করিয়া কহিল]

ক্লিওপেত্রা। ওরা আমার মিশর আক্রমণ করেছে!

হ্যানিবল। সারা আফ্রিকা ওরা পুড়িয়ে দেবে!

সদানন্দ। য্যাটম বোমা ফেলবে ওরা!

[আর কেউ কোন কথা কহিল না। আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল মূর্ত্তির মতো। ক্লিওপেত্রা সীজারের কাছে গিয়া কহিল]

ক্লিওপেত্রা। সীজার! সীজার! পাথরের মূর্ত্তির মতো কেন দাঁড়িয়ে রইলে, সীজার! তোমার সৈন্যদের ডাক। মিশরের মাটি থেকে দস্যুদের দূর করে দাও! কথা কও, সীজার, কথা কও! তোমার চোখের ওপর তোমার ক্লিওপেত্রার মিশর ধ্বংস করবে ওরা?

সীজার। হায়, ক্লিওপেত্রা! আমাতে আর বস্তু নেই। আমি আজ ছায়া, কেবলই ছায়া, শুধুই ছায়া!

ক্লিওপেত্রা। হ্যানিবল, সীজার আফ্রিকায় ভূমিষ্ঠ হয়নি, কিন্তু তুমি ত হয়েছ। আর একবার মাতৃভূমির প্রতি তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন কর, হ্যানিবল!

হ্যানিবল। তুমি ত জান ক্লিওপেত্রা, ওর চেয়ে বড় কামনা কখনো আমার ছিলনা, আজও নেই। আমি জানি, মিশর, মরক্কো, আলজেরিয়া, টিউনিশিয়া কিছুই ওরা রাখবে না। কিন্তু আমার দেহ কোথায়, পেশী কোথায়, প্রাণ কোথায় ক্লিওপেত্রা? কেমন করে তোমাকে সাহায্য করব?

[বোমার, মেশিনগানের, কামানের শব্দ হইতে লাগিল]

সুপ্রভা। ওই ওরা বোমা ফেলছে!

সদানন্দ। ওরা কামান দাগছে!

কনস্তান্তিন। মেশিন গানও চালাচ্ছে ওরা!

হ্যানিবল। ওরা মিশর রাখবেনা, আফ্রিকা ধ্বংস করবে ওরা!

ক্লিওপেত্রা। সেইণ্ট পল, তোমার ক্রাইষ্ট প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন। তাঁকে স্মরণ করে, তাঁর শক্তি নিয়ে, সীজারকে আর হ্যানিবলকে বাঁচিয়ে দাও, সেইণ্ট!

সেইণ্ট পল। আমার সাধ্য কি যে, সে শক্তি আমি ধারণ করি! আর,

ওরা দেহ ফিরে পেলে তোমাকে ত ওরা সাহায্য করবে না, ক্লিওপেত্রা।

ক্লিওপেত্রা। করবেনা, স জার?

সীজার। ওদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে মিশর আমিই আবার দখল করব।

ক্লিওপেত্রা। একবার তাই করেছিলে তুমি। আবারও যদি জয় করতে চাও, আমি তা সইব না।

সীজার। তাহলে বেঁধে নিয়ে যাব তোমাকে রোমে, দাসী করে রেখে দোব।

ক্লিওপেত্রা। এই তোমার ভালোবাসা।

সীজার। সীজারদের মানুষকে ভালোবাসতে নেই, ক্লিওপেত্রা। তারা ভালোবাসবে সাম্রাজ্য, দিগ্বিজয়, হত্যা, লুণ্ঠন, মানুষের নতি, স্তুতি, বিলুপ্তি।

ক্লিওপেত্রা। হ্যানিবল, যুগ-যুগ তুমি আমার পাশে-পাশে রয়েছ, আমার কানে কানে কয়েছ আমার অধরে হাসি ফোটাতে পারলেই তুমি ধন্য হবে।

হ্যানিবল। এখনও তাই বলি, ক্লিওপেত্রা। কিন্তু তোমার মিশরকে, তোমার আমার আফ্রিকাকে, বাঁচাতে হলে যে দেহ চাই। কে ফিরিয়ে দেবে সেই দেহ, বজ্রের মতো সুদৃঢ় আমার দেহ।

ক্লিওপেত্রা। সত্যিইত, কে ফিরিয়ে দেবে। মার্ক্স, তুমি ত মৃতদেরকে সঞ্জিবীত করতে চাও। তুমি পার হ্যানিবলকে বাঁচিয়ে দিতে?

মার্ক্স। মৃতদের নিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাইনি, ক্লিওপেত্রা। জীবিতদেরকে মৃতের মতো যাতে না থাকতে হয়, তাই চাই আমি।

ক্লিওপেত্রা। কিন্তু ওরা যে সব মানুষকে মেরে ফেলবে।

মার্ক্স। তার আগে ওরাই সাবাড় হবে, ক্লিওপেত্রা। তোমার মিশর মরবেনা, মরবেনা আফ্রিকার, আরবের, শোষিত মানুষ! ওদের এই আক্রমণ প্রমাণ করে দিচ্ছে ইউরোপের ধনতন্ত্র গভীর গহ্বরের মুখে এসে পড়েছে। তার পতন অনিবার্য্য।

ক্লিওপেত্রা। থিয়োরী! থিয়োরী! এখনও থিয়োরী! মহাপ্রভু, তোমার কথাই সত্যি। সীজারের শক্তি সত্যিই সসীম, সেইণ্টপলের ধর্ম্ম শুধুই নেগেটিভ; মার্ক্স-এর জ্ঞান-দর্শন হৃদয়হীন। এসব সম্বল করে এগুনো যাবেনা! কালের দাবি ওরা কেউ পূর্ণ করতে পারবেনা। তুমি প্রেমের বন্যা বহিয়ে দাও, মহাপ্রভু। মানুষ শান্ত হোক্, অহিংস হোক্, নির্লোভ হোক্।

চৈতন্য। সে বন্যা ত একা আমি সৃষ্টি করতে পারিনা, মা!

ক্লিওপেত্রা। কে পারে, তাই বল! তার কাছেই আমি ছুটে যাই। তাকেই সম্মোহিত করে টেনে আনি মিশরের সমর্থনে!

চৈতন্য। মোহে মন্ত্রে যারা আসবে, তারা ত মিশরকে মুক্তি দিতে পারবেনা, মা। যারা তোমার মিশরকে আক্রমণ করেছে, তারা মোহাচ্ছন্ন হয়েই এসেছে। মোহ বিস্তার করে যাদেরকে তুমি টেনে আনবে, তারাও আসবে মারণ-অস্ত্র হাতে নিয়ে। দুই দলই তখন মত্ত হয়ে উঠবে হত্যায় দক্ষতা দেখাতে। রকেট বোমা, য়্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, তখন প্রযুক্ত হবে তোমার মিশরকে উপলক্ষ করে।

ক্লিওপেত্রা। তাহলে তোমার প্রেমের বাণীও কি শুধুই বুলি!

চৈতন্য। শুধুই বুলি, যতক্ষণ না মানুষের চিত্ত কানায়-কানায় তাতে ভরে ওঠে। কেবল ভাগবত প্রেমই মর্ত্ত্যে আনতে পারে প্রেমের প্লাবন।

ক্লিওপেত্রা। কিন্তু তার অপেক্ষায় থাকতে হলে আমার মিশর যে পৃথিবীর বুক থেকে লুপ্ত হবে!

হ্যানিবল। আফ্রিকাও থাকবেনা!

সীজার। রোমই কি থাকবে, তাহলে?

সুপ্রভা। এসিয়াও যাবে।

চৈতন্য। মোহ সৃষ্টি করে যুদ্ধ দিয়ে যুদ্ধ নিবারণ করতে চাইলে তাই হবে।

ক্লিওপেত্রা। তবে, মহাপ্রভু, প্রেমের প্লাবন কবে বইবে তবে?

চৈতন্য। তার উৎস রাজনীতিকরা এতদিন পাথর-চাপা রেখেছিলেন। আজ তাঁরাই ভাবছেন উৎস-মুখ খুলে না দিলে আর নিস্তার নেই। তাইত আজ পৃথিবীর বাষট্টিটি জাতি এই আক্রমণের বিষ নিজেদের কণ্ঠে তুলে নিয়ে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে যুদ্ধের উত্তেজনাকে দমন করতে চাইছে। পৃথিবীতে এমনটি আগে কখনো ঘটেনি।

চৈতন্য। আসুন সেইণ্ট পল, আর্ত্ত-মানুষ আমাদেরই সেবা চাইছে।

সেইণ্ট পল। চলুন, মহাপ্রভু।

[চৈতন্য ও সেইণ্ট পল চলিয়া গেলেন]

সীজার। আরে, সন্ন্যাসীরা সময় বুঝে সরে পড়ল যে।

ক্লিওপেত্রা। মিশর এই বিপদে পড়েছে দেখেও!

সুপ্রভা। চিরদিনই ওঁরা এস্‌কেপিষ্টস্! ওঁরাই এতক্ষণ বলছিলেন মানব-প্রেম অমোঘ অস্ত্র! বলছিলেন, মার্ক্স মানুষের হৃদয়ের কথা ভাবেন না! হিপক্রিটস!

সীজার। হ্যানিবল! কনস্তান্তিন! তোমরা ত মানব প্রেমের মূল্য দাওনা। তোমরাই বা ক্লিওপেত্রার প্রেমের ফাঁস গলায়

পরবার লোভে এখানে বোকার মত দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন ? চল, পোর্ট-সৈয়দে যাই আমরা। চল শৌর্যের, বীরত্বের, প্রভুত্বের, দাসত্বের, লুণ্ঠনের, ধর্ষণের, হত্যার এই নূতনতম সংগ্রাম-লীলা চেখে-চেখে আমরা উপভোগ করিগে। যদি উত্তেজিত হয়ে উঠি, আমরা ত কেউ কাউকে আর আঘাত করতে পারব না। পরাজিত হবার ভয়ও আমাদের আর নেই! আমাদের দেহ নেই, মাংস নেই অস্থি নেই, মজ্জা নেই। আমরা ত এখন ছায়া, শুধুই ছায়া, কেবলই ছায়া।

ক্লিওপেত্রা। তুমিও চলে যাবে, সীজার, আমার এই দুঃসময়ে ?

সীজার। আজও বুঝলে না ক্লিওপেত্রা, সুন্দরী নারীর চেয়ে সংগ্রামই আমার কাছে অধিকতর সত্য। এস কনস্তান্তিন, এস হ্যানিবল।

[সীজার অগ্রসর হইলেন, কনস্তান্তিন তার অনুসরণ করিলেন।]

হ্যানিবল। আসি, ক্লিওপেত্রা ?

ক্লিওপেত্রা। হ্যানিবল! তুমিও চলে যাবে আফ্রিকার এই দুঃসময়ে ?

হ্যানিবল। সীজারের সঙ্গে আমার মিলন ঘটিয়ে দিতে চেয়েছিলে তুমি। তুমি জানতে না, আমাদের মিলন সম্ভব শুধুই সংগ্রামে, প্রণয়ে কখনো নয়।

সীজার। যেমন আমেরিকার আর রাশিয়ার মিলন হয় সংগ্রামে, আর বিরোধ হয় বিশ্ব-শান্তির প্রশ্নে!

[হ্যানিবলও চলিয়া গেল। ক্লিওপেত্রা কিছুকাল সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া ফিরিয়া চাহিল মার্ক্স-এর দিকে। তারপর তাহার কাছে গিয়া কহিল।]

ক্লিওপেত্রা। মার্ক।

মার্ক। বল।

ক্লিওপেত্রা। তুমি যে গেলেনা ওদের সঙ্গে ?

মার্ক। ওদের পথ আর আমার পথ এক নয়। ওরা চায় সংগ্রামের পর সংগ্রাম, উদ্দেশ্যহীন সংগ্রাম। আর আমি চাই চিরদিনের জন্য সব সংগ্রাম শেষ করবার সংগ্রাম। সংগ্রামের শেষ অধ্যায় শুরু হয়েছে। মিশর বাঁচবে। বিশ্বের সকল বঞ্চিত, শোষিত, উপেক্ষিত মানুষ বাঁচবে। আদর্শের অভাব নয়, আর্থিক সমতার অভাবই সংগ্রামের হেতু। আমি চললাম শেষ-খতিয়ান সমাপ্ত করতে।

[মার্কও চলিয়া গেলেন। ক্লিওপেত্রা অভিভূতের মতো কিছুকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন। যুদ্ধের নানা কোলাহল কখনো তীব্র কখনো মৃদু হইতে লাগিল।]

ক্লিওপেত্রা। মার্কও রইল না।

একে একে সবাই চলে গেল। তোমরা, ভারত থেকে এসেছ তোমরা, তোমরা যাবেনা ?

সদানন্দ। কেমন করে যাব ? কাইরো থেকে প্লেন ছাড়েনা, সুয়েজ খাল বন্ধ।

সুপ্রভা। থাম। সব বিষয় নিয়ে ভাঁড়ামো করোনা! আমরা যাব না, ক্লিওপেত্রা। মিশরের দুর্দিনে আমরা মিশর ত্যাগ করবনা।

ক্লিওপেত্রা। কী করবে তোমরা ?

সুপ্রভা। জানি না। কী করবার আছে তাও জানি না। কী করতে পারি, তাও জানি না! শুধু জানি, মিশরীদের বিপদে মিশরীদেরই পাশে দাঁড়িয়ে মিশরীদেরই সাথে মরতে পারব।

ক্লিওপেত্রা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমরা যে জান, মানুষ মরেও অমর হয়।

সুপ্রভা। না, না, তাও আমরা জানি না। শুধু শুনিছি। কিন্তু আমরা তা বিশ্বাস করিনা।

ক্লিওপেত্রা। তবে তোমরা কী করবে? কী করবে মিশরিরা? কে বলে দেবে? কে দেখাবে আলো?

সুপ্রভা। তোমাদের ওই Sphinx-এর কাছে জিজ্ঞাসা কর না?

ক্লিওপেত্রা। আমাকে ও কিছুই বলবেনা! ওর কোলে কত খেলা করেছি, কত রাত ওর পিঠে শুয়ে আকাশের তারার দিকে চেয়ে চেয়ে প্রহর কাটিয়েছি, কত রকমে ওকে খুসি করতে চেয়েছি! কিন্তু আমার কাছে চিরদিনই ও যে-পাষাণ, সেই-পাষাণ! আমাকে ও কিছুই বলবে না। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে ও মূক হয়ে শুয়ে থাকবে, যুগ-যুগান্তর যেমন আছে!

সুপ্রভা। তবে আমাদেরই জিজ্ঞাসা করতে দাও।

ক্লিওপেত্রা। কিন্তু আমার সাম্নে ও কিছুই বলবে না।

সুপ্রভা। তুমি তোমার সহচরীদের নিয়ে সরে যাও। আমরা ডাকলেই ফিরে এস।

ক্লিওপেত্রা। কেউ যখন কোথাও নেই পরামর্শ দিতে, তখন আমার হয়ে ওর কাছেই তোমরা পরামর্শ চাও। আমি সহচরীদের নিয়ে দূরেই সরে থাকি।

সুপ্রভা! তাই থাক।

[ক্লিওপেত্রা যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল]

ক্লিওপেত্রা। ও কিন্তু খুব কঠিন প্রশ্ন করবে!

সুপ্রভা। জানি।

[ক্লিওপেত্রা আরো খানিক দূর গিয়া ফিরিয়া আসিল]

ক্লিওপেত্রা। না, না, তোমরা যেয়োনা ওর কাছে।

সুপ্রভা। কেন!

ক্লিওপেত্রা। যদি ওর জবাব-দেবার শর্ত হয় তোমাদের জীবন?

সুপ্রভা। দোব, জীবনই দোব।

সদানন্দ। আমরা ত বলেছি মিশরিদের পাশে দাঁড়িয়ে মিশরিদের সাথে মরতেও প্রস্তুত আমরা। বলিনি?

ক্লিওপেত্রা। বলেছ।

সুপ্রভা। শুধু সেই কথাটিই মনে রেখ।

ক্লিওপেত্রা। আমি বেশি দূরে কোথাও যাব না।

[ক্লিওপেত্রা সহচরীদের লইয়া চলিয়া গেল। তরুণ তরুণী কিছুকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

সুপ্রভা। চল।

সদানন্দ। কিন্তু আমার যে ভয় করছে।

সুপ্রভা। আমার হাত ধর।

[দুইজনে হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া Sphinx-এর সামনে গিয়া দাঁড়াইল। যুদ্ধের শব্দ সমানই চলিতে লাগিল। তরুণ তরুণী Sphinx এর সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কহিল]

সুপ্রভা। কথা কও, কথা কও,
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে কেন বসে চেয়ে রও?
কও, কও, কথা কও।

সদানন্দ। কথা কও, কথা কও।

সুপ্রভা
সদানন্দ } কোন কথা কভু হারাওনি তুমি, সব তুমি তুলে লও —
কথা কও, কথা কও।

[Sphinx এর চক্ষু দুটি জ্বলিয়া উঠিল, যুদ্ধের কোলাহল মৃদু হইল]

সদানন্দ। কইবেন! উনি কথা কইবেন।

সুপ্রভা। চোখ দুটি তারার মতো জ্বলে উঠল।

সদানন্দ। যুদ্ধের কোলাহলও থেমে গেল। ক্লিওপেত্রা! ক্লিওপেত্রা!

সুপ্রভা। চুপ্!

নরসিংহ। কে তোমরা?

সুপ্রভা। ভারতবর্ষ থেকে এসেছি।

নরসিংহ। কি চাও?

সুপ্রভা। ভবিষ্যৎ জানতে চাই।

নরসিংহ। তার আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে?

সুপ্রভা। পারব।

নরসিংহ। পারবে!

সুপ্রভা। দয়া করে জিজ্ঞাসা করুন।

নরসিংহ। জবাব যদি না দিতে পার?

সুপ্রভা। যুগলে আত্মবলি দোব।

নরসিংহ। ক্লিওপেত্রাকে ডাকছিলে তোমরা। তোমরা আত্মবলি দিলে সে এসে কেঁদে পড়বে। তখন তোমাদেরকে আবার বাঁচিয়ে দিতে হবে। ফাঁকি দিয়ে তোমরা জবাবটি জেনে নেবে।

সুপ্রভা। ক্লিওপেত্রা আসবে না। তাকে আমরা ডেকেছিলাম। সে এল না।

নরসিংহ। এল না!

সদানন্দ। না।

নরসিংহ। যেমন তার মায়া, তেমনিই অভিমান; নীলের মেয়ে কিনা।

সুপ্রভা। ক্লিওপেত্রার কথা আমরা শুনতে আসিনি।

নরসিংহ। তবে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

সুপ্রভা। প্রশ্ন করুন।

নরসিংহ। বলত, এমন কোন জীব আছে যা কখনো চতুষ্পদ, কখনো দ্বিপদ, কখনো ত্রিপদ?

সুপ্রভা। } আমরা জানি, জানি ওর জবাব।
সদানন্দ।

নরসিংহ। ভান।

সুপ্রভা। জানি। ঈডিপাস জবাব দিয়েছিলেন। আমরা পড়েছি। ওর জবাব মানুষ।

নরসিংহ। তোমরা যা প্রশ্ন করবে তারও জবাব মানুষ।

সুপ্রভা। আমরা এখনো প্রশ্ন করিনি।

নরসিংহ। কর প্রশ্ন।

সদানন্দ। বৃটেন আর ফ্রান্স মিশর আক্রমণ করেছে। মিশরীরা কেমন করে আত্মরক্ষা করবে? কেমন করে বাঁচবে তারা?

নরসিংহ। মিশরিরা যে মানুষ হয়েছে, তারই পরিচয় দিয়ে।

সুপ্রভা। মিশরিরা যে দুর্বল।

নরসিংহ। মানুষ দুর্বল নয়।

সুপ্রভা। সংখ্যায়, শত্রুদের তুলনায়, তারা যে নগণ্য।

নরসিংহ। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, দিন দিন তারা সচেতন হচ্ছে। তারাই সহায়তা করবে মিশরিদেরকে যদি মিশরিরা মানুষত্বের পরিচয় দিতে পারে।

সুপ্রভা। কিন্তু -

নরসিংহ। তিনটি প্রশ্ন করেছ, জবাবও পেয়েছ। আর প্রশ্ন করো না, জবাব আমি দোব না।

সুপ্রভা। কিন্তু ও-কথা ত চৈতন্য মহাপ্রভুও বলেছিলেন।

নরসিংহ। বলবেনই ত। তিনি যে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য। তোমরা ভারত থেকে এসেছ আমার কাছে। না এলেও তোমাদের দেশে থেকেই এ-কথা জানতে পারতে যে, মানুষ আজও মানুষ হয়নি বলেই আমার সারাটা দেহ এখনো পশু-দেহ রয়েচে, ক্রাইষ্ট এখনো ক্রসে ঝুলছেন, বুদ্ধের মূর্ত্তি পাহাড়ে-কাননে পাষাণ হয়ে দিবস গণনা করছে। মানুষে মানুষে পরম প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে যেদিন, সেই দিনই হবে আমার মুক্তি, খ্রীষ্টের মুক্তি, বুদ্ধের মুক্তি, যার অর্থ, মানুষের মুক্তি!

সুপ্রভা। তারপর?

সদানন্দ। বলুন, তারপর আর কি হবে?

সুপ্রভা। আমাদের সকল সংশয় এখনো ঘোচেনি?

সদানন্দ। ক্লিওপেত্রাকে কি বলব, বলে দিন!

সুপ্রভা। মিশরিদের কী বলব, শুনিয়ে দিন।

সদানন্দ। আর কথা কইবেন না!

সুপ্রভা। তুমি জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখেছ মজ্জায় মিশাইয়া

যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই

বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে কও
ভাষা দাও তারে হে মুনি অতীত, কথা কও, কথা কও।

[দুইজনেই Sphinx-এর পদতলে লুটাইয়া পড়িল। মরু কিছুকাল স্তব্ধ রহিল। সহসা আবার সাইরেণ বাজিয়া উঠিল। সদানন্দ লাফাইয়া উঠিয়া আর্ত্তস্বরে ডাকিল।]

সদানন্দ। ক্লিওপেত্রা! ক্লিওপেত্রা! ক্লিওপেত্রা!

সুপ্রভা। কোথায় যাও? কাছে এসে বোস।

সদানন্দ। ডাকলেই ফিরে আসবে বলেছিল ক্লিওপেত্রা। এল না ত!

সুপ্রভা। সে আর আসবেনা।

সদানন্দ। আসেবেনা? কেন!

সুপ্রভা। সে আর সত্য নয়।

সদানন্দ। সীজার, হ্যানিবল, কনস্তান্তিন, সেইন্টপল, মার্ক্স, চৈতন্যমহাপ্রভু?

সুপ্রভা। কেউ আজ আর সত্য নন!

সদানন্দ। এতক্ষণ তবে কি আমরা স্বপ্ন দেখছিলাম?

সুপ্রভা। না। নিজেদেরও অজানায় সত্যের সন্ধানে সুদূর অতীতে সাঁতার কাটছিলাম।

সদানন্দ। এখন?

সুপ্রভা। বর্ত্তমানে ফিরে এলাম।

সদানন্দ। পেলাম কি?

সুপ্রভা। সত্যের সন্ধান।

সদানন্দ। কী সত্য?

সুপ্রভা। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

সদানন্দ। সে মানুষ কোথায়?

সুপ্রভা। সেই বাষট্টিটি দেশে, ইউ-এন-ও'তে যাদের প্রতিনিধিরা এই বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলেছে। এমন কি, মাইনরিটি হলেও, ব্রিটেনে-ফ্রান্সে যারা আমাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েছে। যারা ইউ-এন-ও'তে ন্যায়সঙ্গত স্থান না পেয়েও এই এগ্রেসনকে ব্যর্থ করে দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। চরম দুর্দ্দিন ঘনিয়ে আসতেই দেশে-দেশে মানব-প্রীতির বান ডেকেছে, মদমত্ত ঐরাবতরা ভেসে যাবে।

সদানন্দ। এ ত চৈতন্যের কথা।

সুপ্রভা। চেতনারও কথা।

সদানন্দ। প্রীতিই চেতনা? প্রীতিই জীবন?

সুপ্রভা। কাল-সমুদ্র মন্থনের ফলে ওই অমৃতই হয়ত উঠেছিল। ও না হলে লিবার্টি, ইকোয়ালিটি, ফ্রেটারনিটি, সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যায়। কেবলমাত্র মনের প্রীতিতে অভিষিক্ত হলেই শতদলের মতো ও-সব ফুটে ওঠে।

সদানন্দ। কি সব?

সুপ্রভা। লিবার্টি, ইকোয়ালিটি, ফ্রেটারনিটি, কলেকটিভ লাইফ. হিউম্যান ইনফ্লোরেসেন্স, মানবজীবনের লীলা-কমল।

সদানন্দ। সবই ফুটে উঠবে?

সুপ্রভা। সব।

সদানন্দ। সবাই ফুটে উঠবে?

সুপ্রভা। সবাই।

সদানন্দ পৃথিবীতে একমাত্র হতভাগ্য কি আমিই থাকব, যে প্রীতির প্লাবনে গা ভাসিয়ে দিয়েও বিন্দুমাত্র প্রেম পাবেনা?

সুপ্রভা। কী আর করবে, বল! ক্লিওপেত্রা যে তোমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলেন!

সদানন্দ। উর্বশী ত পাশেই বসে। কৃপা করে ভুজপাশে বেঁধে নিন না। ইংরেজরা ধনতান্ত্রিক হলেও বুদ্ধিমানের মতো বলে, চ্যারিটি বিগিনস য়্যাট হোম। প্রীতির প্লাবনে ও-নীতি নেহাৎই দুর্নীতি হবে না!

সুপ্রভা। তথাস্তু, পরখ করেই দেখা যাক্!

Sphinxএর পদতলে বসিয়াই সুপ্রভা বাহুলতা দিয়া সদানন্দের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল।

সদানন্দ। আর ডালিমের দানার স্বাদ ?

সুপ্রভা। এবার আর ভালগার বলব না !

সদানন্দ। কী তবে বলবে ?

সুপ্রভা। বলব, নিতে যে জানে না, তাকে দিতে যাওয়া দৈন্যের পরিচয়।

[দুইজনাই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

যবনিকা

